ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা

তৃতীয় শ্রেণি

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক ২০১৩ শিক্ষাবর্ষ থেকে
তৃতীয় শ্রেণির পাঠ্যপুস্তকরূপে নির্ধারিত

ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা

তৃতীয় শ্রেণি

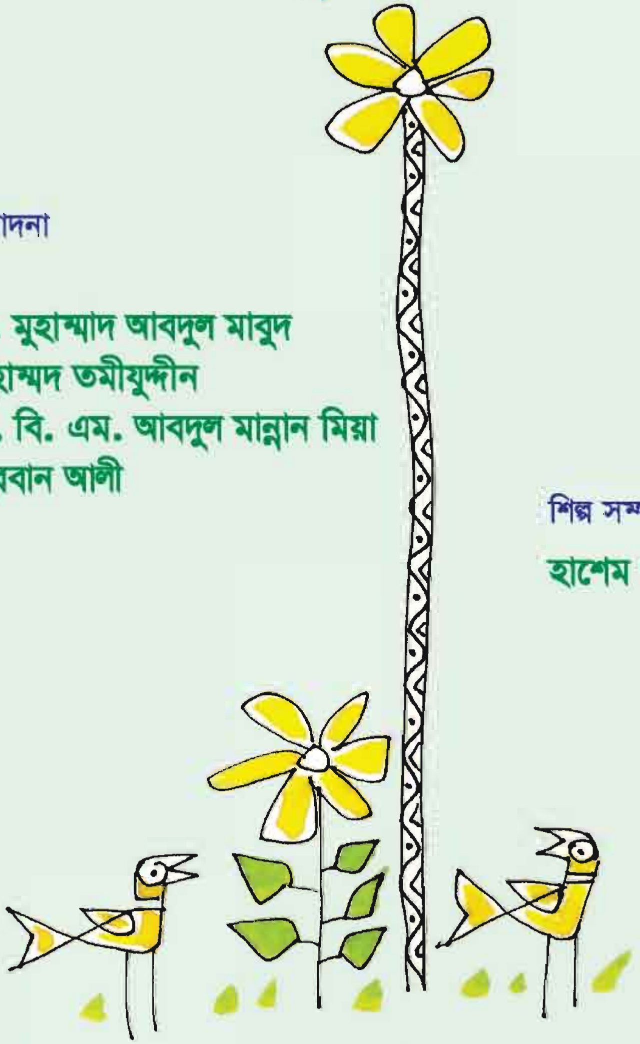

রচনা ও সম্পাদনা

অধ্যাপক ড. মুহাম্মাদ আবদুল মাবুদ
অধ্যাপক মুহাম্মদ তমীযুদ্দীন
অধ্যাপক এ. বি. এম. আবদুল মান্নান মিয়া
মুহাম্মাদ কুরবান আলী

শিল্প সম্পাদনা

হাশেম খান

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

৬৯-৭০, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা - ১০০০

কর্তৃক প্রকাশিত

[প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত]

প্রথম প্রকাশ : আগস্ট, ২০১২
পুনর্মুদ্রণ : আগস্ট, ২০১৬
পুনর্মুদ্রণ : , ২০১৮

চিত্রাঙ্কন

মোঃ আরিফুল ইসলাম

গ্রাফিক্স

ফারহানা আক্তার দোলন

ডিজাইন

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন চতুর্থ প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

মুদ্রণে:

প্রসঙ্গ-কথা

শিশু এক অপার বিস্ময়। তার সেই বিস্ময়ের জগৎ নিয়ে ভাবনার অন্ত নেই। শিক্ষাবিদ, দার্শনিক, শিশুবিশেষজ্ঞ, মনোবিজ্ঞানীসহ অসংখ্য বিজ্ঞজন শিশুকে নিয়ে ভেবেছেন, ভাবছেন। তাঁদের সেই ভাবনার আলোকে জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০-এ নির্ধারিত হয় শিশু-শিক্ষার মৌল আদর্শ। শিশুর অপার বিস্ময়বোধ, অসীম কৌতূহল, অফুরন্ত আনন্দ ও উদ্যমের মতো মানবিক বৃত্তির সুষ্ঠু বিকাশ সাধনের সেই মৌল পটভূমিতে পরিমার্জিত হয় প্রাথমিক শিক্ষাক্রম। ২০১১ সালে পরিমার্জিত শিক্ষাক্রমে প্রাথমিক শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য পুনঃনির্ধারিত হয় শিশুর সার্বিক বিকাশের অন্তর্নিহিত তাৎপর্যকে সামনে রেখে।
শিশুর দৈহিক মানসিক, সামাজিক, আধ্যাত্মিক ও মানবিক বিষয়ে সার্বিক বিকাশ ও উন্নয়ন সাধনই হচ্ছে প্রাথমিক শিক্ষার মূল লক্ষ্য। এ লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য প্রাথমিক শিক্ষার মাধ্যমে যে সাধারণ উদ্দেশ্যগুলো অর্জন করতে হবে তার মধ্যে অন্যতম হলো শিক্ষার্থীর মনে সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ তায়ালার প্রতি অটল আস্থা ও বিশ্বাস, শিক্ষার্থীর আধ্যাত্মিক, সামাজিক ও নৈতিক মূল্যবোধ এবং সব ধর্মের মানুষের সাথে শান্তিপূর্ণভাবে বসবাস করতে সক্ষম করে গড়ে তোলা। এ বিষয়গুলোর প্রতি দৃষ্টি রেখে প্রাথমিক শিক্ষাস্তরে ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা বিষয়ের শিখনফল, বিষয়বস্তু ও পরিকল্পিত কাজ চিহ্নিত করে পাঠ্যপুস্তকটি প্রণয়ন করা হয়।

কোমলমতি শিক্ষার্থীদের আগ্রহী, কৌতূহলী ও মনোযোগী করার জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ সরকার ২০০৯ সাল থেকে পাঠ্যপুস্তকগুলো চার রঙে উন্নীত করে আকর্ষণীয়, টেকসই ও বিনামূল্যে বিতরণ করার মহৎ উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। সরকার সারাদেশে সকল শিক্ষার্থীর নিকট প্রাক-প্রাথমিক, প্রাথমিক স্তর থেকে শুরু করে ইবতেদায়ি, দাখিল, দাখিল ভোকেশনাল, এসএসসি ভোকেশনালসহ মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত পাঠ্যপুস্তক বিতরণ কার্যক্রম শুরু করে, যা একটি ব্যতিক্রমী প্রয়াস।

পাঠ্যপুস্তকটি রচনা, সম্পাদনা, যৌক্তিক মূল্যায়ন এবং মুদ্রণ ও প্রকাশনার বিভিন্ন পর্যায়ে যাঁরা সহায়তা করেছেন তাঁদের জানাই আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সযত্ন প্রয়াস ও সতর্কতা থাকা সত্ত্বেও পাঠ্যপুস্তকটিতে কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতি থেকে যেতে পারে। সেক্ষেত্রে পাঠ্যপুস্তকটির অধিকতর উন্নয়ন ও সমৃদ্ধি সাধনের জন্য যেকোনো গঠনমূলক ও যুক্তিসঙ্গত পরামর্শ গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচিত হবে। যেসব কোমলমতি শিক্ষার্থীর জন্য পাঠ্যপুস্তকটি রচিত হয়েছে তারা উপকৃত হবে বলে আশা করছি।

প্রফেসর নারায়ণ চন্দ্র সাহা
চেয়ারম্যান
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

সূচিপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
প্রথম অধ্যায়	
ইমান ও আকাইদ	**১–১৩**
আল্লাহর পরিচয়	১
আল্লাহ স্রষ্টা	২
আল্লাহ পালনকারী	৪
আল্লাহ রিজিকদাতা	৫
আল্লাহ দয়ালু	৬
নবি–রাসুল	৭
আসমানি কিতাব	৭
আখিরাত	৮
কালেমা তায়্যিবা	১০
অনুশীলনী	১১
দ্বিতীয় অধ্যায়	
ইবাদত	**১৪ – ২৭**
পাক–পবিত্রতা	১৪
ওযু	১৫
কালেমা শাহাদত	১৭
ওযুর ফরজ	১৭
হাত–পায়ের পরিচ্ছন্নতা	১৮
চোখের পরিচ্ছন্নতা	১৮
সালাত	১৯
সালাতের ওয়াক্ত	২০
সালাতের নিয়ম	২১
সালাম	২৪
সালাতের নৈতিক উপকার	২৫
অনুশীলনী	২৬
তৃতীয় অধ্যায়	
আখলাক	**২৮–৪০**
আব্বা–আম্মার কথা শোনা	২৮
সহপাঠীদের সাথে ভালো ব্যবহার	২৯
সালাম বিনিময়	৩০
মেহমানের সাথে ভালো ব্যবহার	৩২
মানুষের সেবা	৩৩
জীবে দয়া	৩৫
সত্য কথা বলা	৩৬
অনুশীলনী	৩৮
চতুর্থ অধ্যায়	
কুরআন মজিদ শিক্ষা	**৪১–৬২**
আরবি বর্ণমালা	৪২
নুকতা	৪৫
আরবি বর্ণের বিভিন্ন রূপ	৪৬
হরকত	৪৯
তানবীন	৫২
জযম	৫৩
তাশদীদ	৫৪
শব্দ গঠন	৫৫
মাদ্দের হরফ	৫৭
সূরা আল ফাতিহা	৫৮
সূরা আল ফালাক	৫৯
সূরা আন–নাস	৬০
অনুশীলনী	৬১
পঞ্চম অধ্যায়	
নবি–রাসুল	**৬৩ – ৭৬**
মহানবি (স)	৬৩
নবুয়ত লাভ ও ইসলাম প্রচার	৬৬
মহানবি (স) ছিলেন মানবদরদী	৬৮
অত্যাচারের প্রতিবাদে মহানবি (স)	৭০
কয়েকজন নবির নাম	৭১
অনুশীলনী	৭২
নাতে রাসুল	৭৬

প্রথম অধ্যায়

ইমান ও আকাইদ

আল্লাহু (اَللّٰهُ)

আল্লাহর পরিচয়

আমরা পৃথিবীতে বাস করি। কত সুন্দর এ পৃথিবী! এতে আছে নানারকম গাছগাছালি। আমগাছ, জামগাছ, কাঁঠালগাছ, নারকেলগাছ ইত্যাদি। গাছে ধরে নানারকম মজাদার ফল। আছে নানারকম ফুলের গাছ। কত সুন্দর ফুল! কী সুন্দর গন্ধ! এসব কে সৃষ্টি করেছেন? এসব সৃষ্টি করেছেন মহান আল্লাহ।

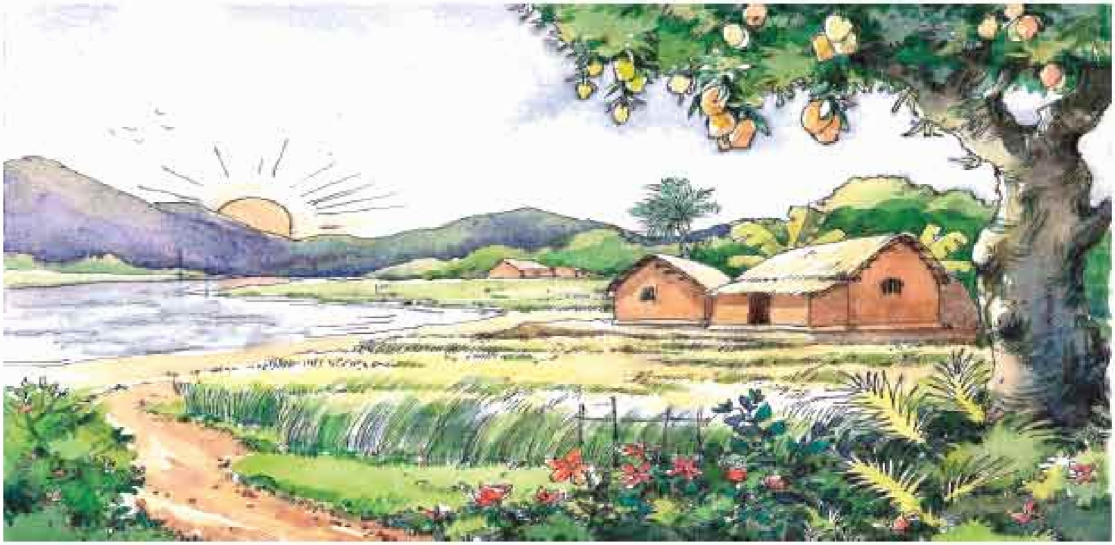

আল্লাহর সৃষ্টি প্রাকৃতিক দৃশ্য

পৃথিবীতে আরও আছে পাহাড়-পর্বত, নদীনালা, খালবিল। আছে ফসলের মাঠ। এসব কে সৃষ্টি করেছেন? এসবও সৃষ্টি করেছেন মহান আল্লাহ।

আমাদের মাথার ওপরে আছে নীল আকাশ। আকাশে আছে চাঁদ, তারা ও সূর্য। রাতের আকাশ কতো সুন্দর! কে সৃষ্টি করেছেন এসব? এসবও সৃষ্টি করেছেন আল্লাহ তায়ালা।

আমরা মানুষ। আমাদের কে সৃষ্টি করেছেন? আমাদের সৃষ্টি করেছেন আল্লাহ। পশু-পাখি

জীবজন্তুও সৃষ্টি করেছেন আল্লাহ। তিনি ফল, ফসল ইত্যাদি সৃষ্টি করে সবাইকে বাঁচিয়ে রেখেছেন। আল্লাহ সবার স্রষ্টা, রিজিকদাতা ও পালনকারী। তিনি পরম দয়ালু।

মহান আল্লাহ এক। তাঁর কোনো শরিক নেই। তাঁর সাথে কারো তুলনা হয় না। তিনি সবকিছু জানেন, শোনেন ও দেখেন। তিনিই আমাদের মাবুদ।

হযরত মুহাম্মদ (স) আমাদের আল্লাহর পরিচয় জানিয়েছেন। মুহাম্মদ (স) আল্লাহর রাসুল। এসব মনেপ্রাণে বিশ্বাস করাকে বলে ইমান। এটিই আমাদের আকিদাহ। আকিদাহর বহুবচন হলো আকাইদ।

আমরা এক আল্লাহকে বিশ্বাস করব। একমাত্র তাঁরই ইবাদত করব। আল্লাহ তায়ালা খুশি হন এমন কাজ করব। ভালো কাজ করব।

পরিকল্পিত কাজ : শিক্ষার্থীরা আল্লাহর পরিচয় সম্পর্কে দশটি বাক্য খাতায় লিখবে।

আল্লাহ স্রষ্টা (اَللّٰهُ خَالِقٌ – আল্লাহু খালিকুন)

'আল্লাহু খালিকুন' অর্থ আল্লাহ স্রষ্টা। তিনি সবকিছুর স্রষ্টা। মহান আল্লাহ আমাদের কত সুন্দর করে সৃষ্টি করেছেন। আমাদের হাত-পা, চোখ-মুখ, নাক-কান সবকিছুই তিনি সৃষ্টি করেছেন। হাত না থাকলে আমরা কোনোকিছু ধরতে পারতাম না। পা না থাকলে হাঁটতে পারতাম না। চোখ না থাকলে এই সুন্দর পৃথিবী দেখতে পারতাম না। যারা শারীরিক প্রতিবন্ধী তাদের

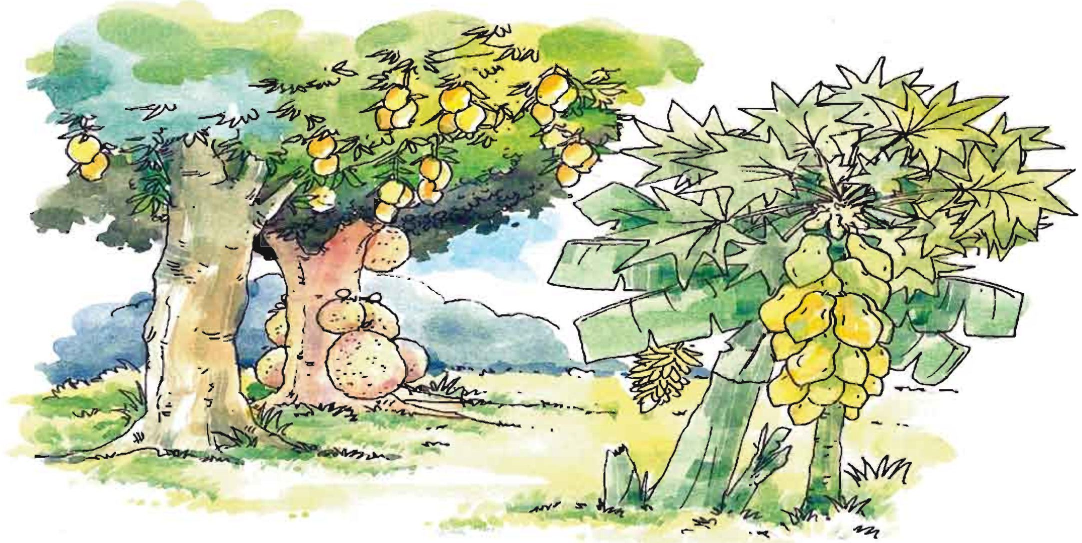

আল্লাহ তায়ালার সৃষ্টি প্রকৃতির ছবি

দুঃখ আমরা বুঝি না। আমরা তাদের প্রতি সদয় ব্যবহার করব। আল্লাহ তায়ালা আমাদের জন্য পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন। এতে আছে নানারকম গাছ। গাছে ধরে সুমিষ্ট ফল। আম,জাম, কাঁঠাল,পেয়ারা ইত্যাদি।এসব ফল আমাদের সবার প্রিয়। তিনি আমাদের দিয়েছেন ফসলের মাঠ। মাঠ ভরা ধান, গম। আরও কত ফসল ও শাকসবজি। এসব খেয়ে আমরা বেঁচে থাকি।

আল্লাহ তায়ালা পশুপাখি ও বন–বনানী সৃষ্টি করেছেন। আমাদের দেশে আছে সুন্দরবন। কতো সুন্দর এ বন। এ বনে আছে বাঘ, হরিণ, বানর। আরও নানারকম পশুপাখি। এসব দেখতেও খুব সুন্দর। এসবও সৃষ্টি করেছেন আল্লাহ।

মহান আল্লাহ পাহাড়–পর্বত, নদীনালা, খালবিল সৃষ্টি করেছেন। এসব সৃষ্টি করে তিনি পৃথিবীকে সুন্দর করেছেন। সুজলা ও সুফলা করেছেন।

সুন্দরবনের দৃশ্য

আমাদের মাথার ওপরে আছে নীল আকাশ। আকাশে সূর্য ওঠে, চাঁদ ওঠে। রাতের আকাশ তারায় তারায় ঝলমল করে। আকাশে মেঘ ভেসে বেড়ায়। মেঘ হতে বৃষ্টি ঝরে। বৃষ্টি পেয়ে গাছপালা ও ফসল সবুজ হয়ে ওঠে। এসব কে সৃষ্টি করেছেন? এসবও সৃষ্টি করেছেন আল্লাহ। আল্লাহ সব কিছুই সৃষ্টি করেছেন।

২০১৪

আল্লাহ স্রষ্টা। আল্লাহকে স্রষ্টা হিসেবে বিশ্বাস করব। তাঁর শোকর আদায় করব। আল্লাহর সৃষ্টিকে ভালোবাসব। যত্ন করব।

পরিকল্পিত কাজ : আল্লাহ তায়ালার দশটি সৃষ্টির নাম খাতায় সুন্দর করে লিখবে।

আল্লাহ পালনকারী (اَللّٰهُ رَبٌّ – আল্লাহু রাব্বুন)

'আল্লাহু রাব্বুন' অর্থ আল্লাহ পালনকারী। আল্লাহ আমাদের লালন–পালন করেন। তিনি আমাদের রব। 'রব' অর্থ পালনকারী।

আল্লাহ তায়ালা আলো, বাতাস, পানি দিয়ে আমাদের লালন–পালন করেন। তিনি আমাদের নানারকম ফলমূল, ফসল ও শাকসবজি দিয়েছেন। এসব খেয়ে আমরা বেঁচে থাকি।

শিশুর জন্মের আগেই মহান আল্লাহ মায়ের বুকে দুধের ব্যবস্থা করে রেখেছেন। মায়ের দুধের সাথে কোনো খাদ্যের তুলনা হয় না। মায়ের দুধে পানি, চিনি এসব কোনো কিছুই লাগে না। তৈরি করার ঝামেলাও নেই।

আল্লাহ আমাদের দিয়েছেন গরু, ছাগল, হাঁস, মুরগি। আরও কতো পশুপাখি। আমরা এদের গোশত খাই। গরু, ছাগল আমাদের দুধ দেয়। হাঁস, মুরগির ডিম আমাদের প্রিয় খাবার। আল্লাহ নদীনালা, খালবিল সৃষ্টি করেছেন। এসবে আছে অনেক মাছ। আমরা মাছ খাই।

আল্লাহ আমাদের রব।

মহান আল্লাহ শুধু আমাদেরই রব নন। তিনি রব্বুল আলামীন। সকল সৃষ্টির পালনকারী।

আমরা, আল্লাহকে পালনকারী মানব। বিশ্বাস করব। তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ থাকব। তাঁর এবাদত করব। আল্লাহর সৃষ্টির সেবা করব।

আর কবির সাথে কণ্ঠ মিলিয়ে গাইব–

এই সুন্দর ফুল, সুন্দর ফল, মিঠা নদীর পানি।
খোদা তোমার মেহেরবানী।

আল্লাহ রিজিকদাতা (اَللّٰهُ رَزَّاقٌ – আল্লাহু রাজ্জাকুন)

'আল্লাহু রাজ্জাকুন' অর্থ আল্লাহ রিজিকদাতা। রিজিক মানে খাদ্য। আমাদের বেঁচে থাকতে যা যা লাগে সবই রিজিক। আমরা ভাত খাই। মাছ, ডিম, দুধ খাই। হাঁস, মুরগি, গরু, ছাগলের গোশত খাই। শাকসবজি খাই। ফল–ফলাদি খাই। আরও কত রকম খাবার খাই। এসবই আল্লাহর দেওয়া রিজিক।

আল্লাহ তায়ালা কেবল আমাদেরই রিজিকদাতা নন। তিনি পশুপাখি, জীবজন্তুকে রিজিক দান করেন। গরু, ছাগল ঘাস পাতা খায়। পাখি পোকামাকড় খায়। পাখিরা সকাল বেলা খালি পেটে বাসা থেকে বের হয়ে যায়। সন্ধ্যা বেলা ভরা পেটে বাসায় ফিরে আসে। এদের রিজিক দেন কে? এদেরও রিজিক দেন আল্লাহ। গাছপালা, শাকসবজি ইত্যাদিও খাদ্য গ্রহণ করে। এরা খাদ্য গ্রহণ করে আলো–বাতাস ও মাটি থেকে। আলো–বাতাস, মাটি আল্লাহর দান। আল্লাহর দেওয়া রিজিক খেয়ে সবাই বাঁচে।

খাবার খেয়ে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করছে

আল্লাহ রাজ্জাক– رَزَّاقٌ। আল্লাহর এক নাম রাজ্জাক। রাজ্জাক অর্থ রিজিকদাতা। আল্লাহ সকল সৃষ্টির রিজিকদাতা।

আমরা–

আল্লাহকে রাজ্জাক মানব।

রিজিক খেয়ে শোকর করব। ভালো কাজ করব।

আল্লাহর দেওয়া রিজিক হতে গরিবদের দান করব।

২০১৮

আল্লাহ দয়ালু (اَللّٰهُ رَحْمٰنٌ – 'আল্লাহু রাহমান')

'আল্লাহু রাহমান' অর্থ আল্লাহ দয়ালু। আল্লাহ পরম দয়ালু। তিনি আমাদের প্রতি দয়ালু এবং সকল সৃষ্টির প্রতি দয়ালু। তাঁর দয়ার সাথে কোনো তুলনা হয় না।

আল্লাহ তায়ালা পরম দয়ালু। তিনি শিশুর জন্য মায়ের বুকে দুধের ব্যবস্থা করেছেন। আমাদের জন্য ফল-ফসল দিয়েছেন। নানারকম খাবার দিয়েছেন। আলো, বাতাস, পানি দিয়ে আমাদের বাঁচিয়ে রেখেছেন। আল্লাহর এসব দান সবার জন্য। কেউ তাঁর এ দান থেকে বঞ্চিত হয় না।

পানির অভাবে খালবিল শুকিয়ে যায়। গাছপালা মরে যায়। ফসলের মাঠ ফেটে চৌচির হয়ে যায়। আল্লাহর রহমতে আকাশে মেঘ হয়। বৃষ্টি ঝরে। খালবিল পানিতে ভরে যায়। সবুজ ফসলে মাঠ ভরে ওঠে। এসবই হয় আল্লাহ তায়ালার অসীম দয়ায়।

আল্লাহর দয়ায় বৃষ্টি পড়ছে, প্রকৃতি সজীব হয়ে উঠছে

আলো, বাতাস, পানি, মেঘ ও বৃষ্টি এসবের কিছুই আমরা বানাতে পারি না। এসবই আল্লাহর দয়ায় আমরা পেয়ে থাকি।

আল্লাহর এক নাম রহমান। রহমান অর্থ পরম দয়ালু। আল্লাহ সবাইকে দয়া করেন। আমরা ক্ষমা চাইলে তিনি ক্ষমা করে দেন। আমরা–

আল্লাহর দয়া থেকে নিরাশ হব না। মানুষকে দয়া করব। তাঁর সকল সৃষ্টিকে দয়া করব।

পরিকল্পিত কাজ : اَللّٰهُ رَحْمٰنٌ কথাটি শিক্ষার্থীরা আরবিতে সুন্দর করে খাতায় লিখবে।

নবি–রাসুল (نَبِيٌّ وَ رَسُوْلٌ – নাবিয়্যুন ওয়া রাসূলুন)

মহান আল্লাহ সবকিছু সৃষ্টি করেছেন মানুষের জন্য। আর মানুষ সৃষ্টি করেছেন তাঁর ইবাদতের জন্য। হুকুম পালনের জন্য। যুগে যুগে মানুষ আল্লাহকে ভুলে যায়। বিপথে চলে যায়। পথ ভোলা মানুষকে পথ দেখানোর জন্য, আল্লাহর পথে ডাকার জন্য আল্লাহ নবি–রাসুল পাঠিয়েছেন। পৃথিবীতে অনেক নবি–রাসুল এসেছেন। সর্বপ্রথম নবি হলেন হযরত আদম (আ)। আর সর্বশেষ নবি ও রাসুল হলেন হযরত মুহাম্মদ (স)। আমাদের নবির নাম নিলে বলতে হয় সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম।

নবি–রাসুলগণ মানুষকে আল্লাহর পথে ডাকতেন। সরল পথে ডাকতেন। আল্লাহকে খুশি করার পথ দেখাতেন। নবি–রাসুলগণ মানুষের শিক্ষক। তাঁরা ছিলেন আদর্শ শিক্ষক। তাঁরা নিজেরা আল্লাহর হুকুম পালন করে মানুষকে হাতে–কলমে শিক্ষা দিতেন। কীভাবে আল্লাহর পথে চলতে হয়। কীভাবে আল্লাহকে খুশি করতে হয়, তাঁরা তা মানুষকে শেখাতেন।

নবি–রাসুলগণের ব্যবহার ছিল সুন্দর। তাঁদের চরিত্র ছিল সুন্দর। তাঁরা সবসময় সত্য কথা বলতেন। কখনো মিথ্যা কথা বলতেন না। তাঁরা ছিলেন মানবদরদী। আল্লাহর পথে যেকোনো ত্যাগ স্বীকার করতেন। তাঁরা কখনো লোভ করতেন না। পাপের কাজ করতেন না। কাউকে কষ্ট দিতেন না।

আমরা–

নবি–রাসুলে বিশ্বাস করব, তাঁদের ভালোবাসব।

হযরত মুহাম্মদ (স) এর দেখানো পথে চলব, তাঁর শিক্ষা মেনে চলব।

আসমানি কিতাব (اَلْكِتَابُ)

কুরআন মজিদ আল্লাহর বাণী। কুরআন মজিদ আসমানি কিতাব। মানুষকে পথ দেখানোর জন্য আল্লাহ আসমানি কিতাব পাঠিয়েছেন। কিতাব অর্থ বই বা পুস্তক। আল্লাহর বাণীর সমষ্টিকে আসমানি কিতাব বলে।

আসমানি কিতাব

আসমানি কিতাব ১০৪ খানা। ৪ খানা বড়। ১০০ খানা ছোট। ছোট কিতাবকে সহিফা বলে।

বড় চারখানা কিতাব

১. তাওরাত ২. যাবুর ৩. ইনজীল ৪. কুরআন মজিদ।

* তাওরাত নাজিল হয় হযরত মূসা (আ)–এর ওপর।

* যাবুর নাজিল হয় হযরত দাউদ (আ)–এর ওপর।

* ইনজীল নাজিল হয় হযরত ঈসা (আ)–এর ওপর।

* কুরআন মজিদ নাজিল হয় হযরত মুহাম্মদ (স)–এর ওপর।

কুরআন মজিদ সর্বশেষ আসমানি কিতাব। আমরা কীভাবে চলব। কী কাজ করব। কী করলে আল্লাহ খুশি হন। সবকিছুই লেখা আছে কুরআন মজিদে। কুরআন মজিদ আরবি ভাষায় লেখা। আমরা আরবি ভাষা শিখব। কুরআন মজিদ পড়তে শিখব।

আমরা–

আসমানি কিতাবে বিশ্বাস করব। কুরআন মজিদ শুদ্ধভাবে পড়ব।
বড় হয়ে এর অর্থ জানব। এর শিক্ষা মেনে চলব।

পরিকল্পিত কাজ : চারখানা আসমানি কিতাবের কোন খানা কোন রাসুলের ওপর নাজিল হয়েছিল, শিক্ষার্থীরা তার একটি তালিকা প্রস্তুত করবে।

আখিরাত (اَلْاٰخِرَةُ)

আমরা দুনিয়াতে বাস করি। এই দুনিয়ার জীবনকে বলে ইহকাল।

মানুষ চিরদিন বাঁচে না, মরে যায়। যার জীবন আছে তার মৃত্যু আছে। মৃত্যুর পরের জীবনকে বলে আখিরাত। আখিরাত অর্থ পরকাল। আখিরাতের শুরু আছে, শেষ নেই।

আখিরাত জীবনের কয়েকটি স্তর আছে– কবর, কিয়ামত, হাশর, বিচার, জান্নাত ও জাহান্নাম। মৃত্যুর পর হতে কিয়ামত পর্যন্ত কবরের জীবন। কিয়ামতের পরে বিচারের

২০২১

জন্য হাশরের ময়দানে একত্র করা হবে। বিচারের পর পুরস্কার হিসেবে জান্নাতে এবং শাস্তির জন্য জাহান্নামে পাঠানো হবে।

দুনিয়া হলো কাজ করার জন্য। আর আখিরাত হলো ফল ভোগের জন্য। আখিরাতে ভালো–মন্দ কাজের বিচার হবে। দুনিয়াতে যে যেমন কাজ করবে আখিরাতে সে তেমন ফল ভোগ করবে। ভালো কাজ করলে পাবে পুরস্কার। মন্দ কাজ করলে পাবে শাস্তি। মিজানে ভালো–মন্দ কাজের ওজন করা হবে।

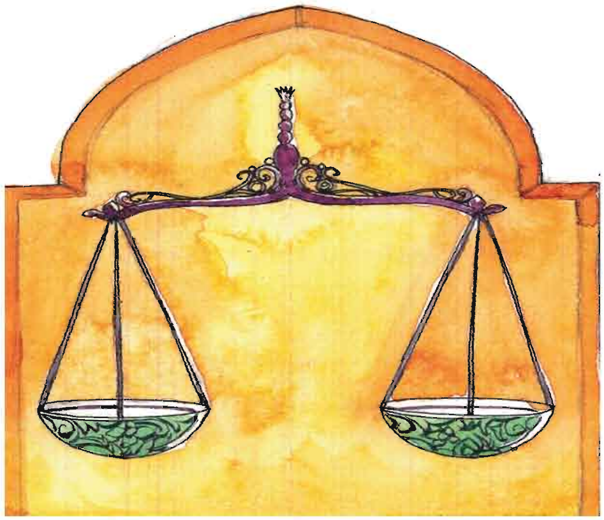

মিজান

দুনিয়াতে যারা আল্লাহর হুকুম মানে, ভালো কাজ করে, আখিরাতে তারা পুরস্কার পাবে। পরম সুখের স্থান জান্নাত লাভ করবে। জান্নাতে এমন সব পুরস্কার আছে যা কেউ কোনো দিন চোখে দেখে নি, কানে শোনে নি, কল্পনাও করে নি।

যারা দুনিয়াতে আল্লাহর হুকুম মতো চলে না, ভালো কাজ করে না, তারা আখিরাতে কঠিন শাস্তি পাবে। তাদের স্থান হবে জাহান্নামে। জাহান্নামে আছে শুধু কষ্ট আর কষ্ট।

যে ব্যক্তি আখিরাতে বিশ্বাস করে তার চরিত্র সুন্দর হয়। সে বিশ্বাস করে আমাদের সব কাজই আল্লাহ দেখেন। আখিরাতে তাঁর সামনে দাঁড়াতে হবে। সব কাজের জবাবদিহি করতে হবে। তাই সে আল্লাহর শাস্তির ভয়ে মন্দ কাজ থেকে বিরত থাকে।

যে ব্যক্তি আখিরাতে বিশ্বাস করে না, সে মন্দ কাজ করতে ভয় পায় না। তার চরিত্র সুন্দর হয় না।

আমরা–

আখিরাতে বিশ্বাস করব, আল্লাহর হুকুম মেনে চলব।
ভালো কাজ করব, মন্দ কাজ থেকে বিরত থাকব।

পরিকল্পিত কাজ : শিক্ষার্থীরা আখিরাতের স্তরসমূহ খাতায় সুন্দর করে লিখবে।

কালেমা তায়্যিবা (كَلِمَةٌ طَيِّبَةٌ)

কালেমা অর্থ বাণী বা বাক্য। তায়্যিবা অর্থ পবিত্র। কালেমা তায়্যিবা অর্থ পবিত্র বাণী। পবিত্র বাক্য।

لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ – লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ।

এটি কালেমা তায়্যিবা নামে পরিচিত।

প্রথম অংশ – لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ

অর্থ: আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই।

আমরা একমাত্র তাঁরই ইবাদত করি। তিনিই আমাদের মাবুদ।

দ্বিতীয় অংশ – مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ

অর্থ: মুহাম্মদ (স) আল্লাহর রাসুল।

রাসুল অর্থ প্রেরিত পুরুষ। হযরত মুহাম্মদ (স) আমাদের রাসুল। আমরা তাঁর উম্মত–অনুসারী। আমরা কীভাবে আল্লাহর ইবাদত করব রাসুল (স) আমাদের তা শিখিয়েছেন।

কালেমা তায়্যিবা ইমানের মূল কথা। প্রথম অংশ দ্বারা তাওহিদের, আল্লাহর একত্ববাদের, আর দ্বিতীয় অংশ দ্বারা রিসালাতের ঘোষণা দেওয়া হয়। রাসুল (স)–এর প্রতি ইমানের ঘোষণা দেওয়া হয়।

আমরা বিশ্বাস করি–

আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই।
হযরত মুহাম্মদ (স) আল্লাহর রাসুল।

পরিকল্পিত কাজ : শিক্ষার্থীরা আরবিতে কালেমা তায়্যিবা সুন্দর করে খাতায় লিখবে।

অনুশীলনী

১। সঠিক উত্তরে টিক (√) চিহ্ন দাও।

ক) খালিক শব্দের অর্থ কী?

১. দয়ালু	২. স্রষ্টা
৩. পবিত্র	৪. পালনকারী

খ) সবচেয়ে দয়ালু কে?

১. মাতা	২. পিতা
৩. আল্লাহ	৪. ফেরেশতা

গ) প্রথম নবির নাম কী?

১. হযরত নুহ (আ)	২. হযরত ইবরাহীম (আ)
৩. হযরত ইসমাঈল (আ)	৪. হযরত আদম (আ)

ঘ) বড় আসমানি কিতাব কয়খানা?

১. দুই খানা	২. তিন খানা
৩. চার খানা	৪. পাঁচ খানা

ঙ) তাওরাত কিতাব কোন নবির ওপর নাজিল হয়েছিল?

১. হযরত আদম (আ)	২. হযরত মূসা (আ)
৩. হযরত ঈসা (আ)	৪. হযরত দাউদ (আ)

চ) আকিদাহর বহুবচন কোনটি?

১. ইবাদত	২. ইমান
৩. আকাইদ	৪. আখিরাত

ছ) কালেমা তায়্যিবা অর্থ কী?

১. বাণী	২. আমল
৩. ইবাদত	৪. পবিত্র বাণী

জ) কালেমা তায়্যিবার কয়টি অংশ আছে?

১. দুইটি   ২. তিনটি

৩. চারটি   ৪. পাঁচটি

২। শূন্যস্থান পূরণ কর:

ক. মুহাম্মদ (স) সর্বশেষ ....।

খ. .... অর্থ পালনকারী।

গ. আখিরাত অর্থ হলো ....।

ঘ. কুরআন মজিদ আসমানি ....।

ঙ. .... কোনো শরিক নাই।

৩। রেখা টেনে মিল কর :

ক. রিজিক অর্থ	পরম দয়ালু
খ. রহমান অর্থ	খাদ্য
গ. আমরা আখিরাতে	স্রষ্টা
ঘ. রাসুল অর্থ	বিশ্বাস করব
ঙ. আল্লাহ সব কিছুর	প্রেরিত পুরুষ

৪। সংক্ষেপে উত্তর দাও :

ক. আল্লাহ তায়ালার চারটি গুণের নাম লেখ।

খ. মহান আল্লাহর পাঁচটি সৃষ্টির নাম লেখ।

গ. ইমান কাকে বলে?

ঘ. 'আল্লাহু খালিকুন' অর্থ কী?

ঙ. হাত, পা না থাকলে আমাদের কী অসুবিধা হতো?

চ. 'রাজ্জাক' শব্দের অর্থ কী?

ছ. 'রব' শব্দের অর্থ কী?

২০১৫

৫. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

ক. আল্লাহ তায়ালা আমাদের কীভাবে লালনপালন করেন?

খ. আল্লাহ তায়ালা শিশুর জন্য কী ব্যবস্থা করেছেন?

গ. 'রাব্বুল আলামীন' অর্থ কী?

ঘ. গাছপালা, শাকসবজি কী থেকে খাদ্য গ্রহণ করে?

ঙ. আল্লাহ তায়ালা মানুষ সৃষ্টি করেছেন কেন?

চ. আমাদের নবির নাম নিলে কী বলতে হয়?

ছ. আসমানি কিতাব কাকে বলে?

জ. সহিফা কাকে বলে?

ঝ. আখিরাত কাকে বলে?

দ্বিতীয় অধ্যায়

ইবাদত (عِبَادَةٌ)

ইবাদত অর্থ আমল করা, কাজ করা, গোলামি করা। আল্লাহ তায়ালা ও রাসুল (স)–এর কথামতো কাজ করাকে ইবাদত বলে। যেমন–

আমরা মানুষের সাথে কথা বলি। কথা বলার সময় মিথ্যা কথা বলি না। কেননা, আল্লাহ তায়ালা মিথ্যা কথা বলতে নিষেধ করেছেন।

আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের কথামতো কাজ করলে সবকিছুই ইবাদত। এমনকি লেখাপড়া, খাওয়াপরা, চলাফেরা, ঘুমানো সবই ইবাদত।

আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে তাঁর ইবাদত করার জন্য সৃষ্টি করেছেন। আমরা তাঁর গোলাম। তাঁর আদেশ মানলে ও তাঁর রাসুলের পথে চললে তিনি খুশি হন। ইবাদত করলে আল্লাহ তায়ালা সন্তুষ্ট হন।

প্রধান ইবাদত হলো–৪টি। ১. সালাত ২. যাকাত ৩. সাওম ৪. হজ

সালাত ও সাওম ধনী, গরিব সকলের জন্য ফরজ। ফরজ অর্থ অবশ্য পালনীয়। যাকাত ও হজ কেবলমাত্র ধনীদের জন্য ফরজ। মহানবি (স) বলেছেন, ইসলামের ভিত্তি পাঁচটি।

১. ঈমান ২. সালাত ৩. যাকাত ৪. সাওম ৫. হজ

এ ছাড়াও ইবাদত আছে। যেমন– সালাম দেওয়া, আব্বা–আম্মার কথামতো চলা, জীবে দয়া করা, রোগীর সেবা করা, ইয়াতীম–মিসকিনকে সাহায্য করা, সত্য কথা বলা ইত্যাদি।

আল্লাহ তায়ালার আদেশ মানা, তাঁর রাসুলের শেখানো পথে চলা আমাদের কর্তব্য।

পাক–পবিত্রতা (طَهَارَةٌ)

কুরআন মজিদে আছে, "নিশ্চয়ই আল্লাহ তওবাকারীকে আর পাক–পবিত্র লোকদের ভালোবাসেন।"

এমনিভাবে আল্লাহ তায়ালা কুরআন মজিদের আরও ত্রিশ জায়গায় পাক–পবিত্র থাকার কথা জোর দিয়ে বলেছেন।

পেশাব–পায়খানা, ময়লা–আবর্জনা ইত্যাদি নাপাক জিনিস হতে পাকসাফ থাকাকেই পাক–পবিত্রতা বলে।

আমাদের শরীর ও কাপড়–চোপড় পাক–পবিত্র রাখা দরকার। শরীর ও কাপড়–চোপড় পাকসাফ না থাকলে মন ভালো থাকে না। নানারকম অসুখ–বিসুখ হয়।

যারা পাকসাফ থাকে, আল্লাহ তায়ালা তাদের ভালোবাসেন। সবাই তাদের ভালোবাসে। অনেক অসুখ–বিসুখ থেকে রক্ষা পায়।

পেশাব–পায়খানা লাগলে কাপড় নাপাক হয়। শরীর নাপাক হয়। শরীর, কাপড় নাপাক হলে পানি দিয়ে ধুয়ে পাকসাফ করতে হয়। আমরা–পাকসাফ থাকব।

ওযু (وَضُوْءٌ)

আল্লাহ তায়ালার ইবাদতের মধ্যে সর্বপ্রধান ইবাদত হলো সালাত। সালাত আদায়ের আগে পাক–পবিত্র হতে হয়। পাক–পবিত্র হওয়ার প্রধান উপায় হলো ওযু।

প্রতিদিন অন্তত পাঁচবার আমাদের ওযু করতে হয়। এতে ধুলোবালি ও রোগজীবাণু থেকে বাঁচা যায়। তাছাড়া ওযুর দ্বারা ছগীরা গুনাহ মাফ হয়। ছগীরা গুনাহ মানে ছোট ছোট গুনাহ।

সালাত আদায়ের আগে ওযু করা ফরজ। আল্লাহ তায়ালা কুরআন মজিদে সালাত আদায়ের আগে ওযু করার নির্দেশ দিয়েছেন।

মহানবি (স) বলেছেন, "পাক–পবিত্র থাকা ইমানের অংশ।"

সব কাজেরই নিয়ম আছে তেমনি ওযু করারও নিয়ম আছে। আমাদেরকে নিয়ম মেনে ওযু করতে হবে। ওযুতে পরপর কতকগুলো কাজ করতে হয়। যেমন–

১. নিয়ত করা। অর্থাৎ মনে মনে বলা "আমি আল্লাহ তায়ালার এবাদত করার জন্য ওযু করছি।" ২. বিসমিল্লাহ বলে ওযু শুরু করা। ৩. কবজি পর্যন্ত দুই হাত তিনবার ধোয়া। ৪। তিনবার কুলি করা। ৫. দাঁত মাজা অথবা আঙুল দিয়ে দাঁত পরিষ্কার করা। ৬. পানি দিয়ে তিনবার নাক সাফ করা।

২০১৪

হাত ধোয়ার দৃশ্য

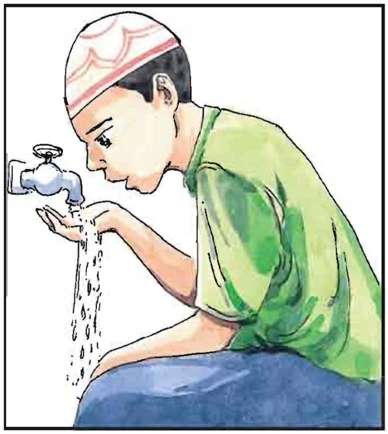

কুলি করছে

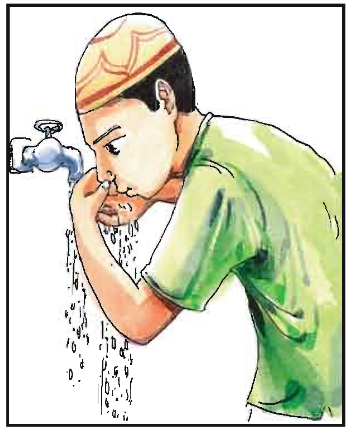

নাক সাফ করছে

৭. সমস্ত মুখ তিনবার ধোয়া। ৮. কনুইসহ প্রথমে ডান পরে বাম হাত তিনবার ধোয়া। ৯. মাথা, কান ও ঘাড় একবার মাসহ করা। অর্থাৎ প্রথমে সমস্ত মাথা একবার মাসহ করা। তারপর শাহাদত আঙুল দিয়ে কানের ভেতর মাসহ করা। এরপর বৃদ্ধা আঙুল দিয়ে কানের বাইরের দিক মাসহ করা। সব শেষে হাতের আঙুলের পিঠ দিয়ে ঘাড় মাসহ করা।

মুখ ধৌত করছে

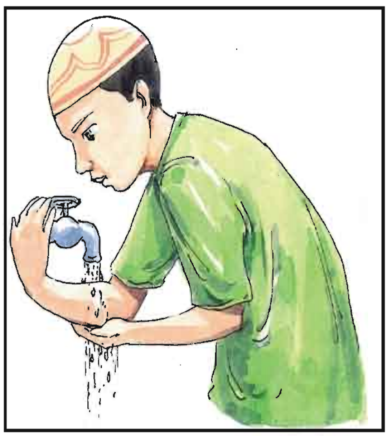

কনুইসহ হাত ধৌত করছে

মাথা মাসহ করছে

১০. গিরাসহ প্রথমে ডান ও পরে বাম পা তিনবার ধোয়া।

১১. ওযু শেষ করার পর কালেমা শাহাদত পড়া।

পা ধোয়ার দৃশ্য

২০১৯

কালেমা শাহাদত

আশহাদু আল্ লা– ইলাহা ইল্লাল্লাহু	اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ
ওয়াহদাহু লা–শারিকালাহু	وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ
ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান	وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا
আবদুহু ওয়া রাসূলুহু	عَبْدُهٗ وَ رَسُوْلُهٗ

অর্থ : আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই। তিনি এক ও অদ্বিতীয়। তাঁর কোনো শরিক নেই। আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মদ (স) আল্লাহর বান্দা ও রাসুল।

পরিকল্পিত কাজ : ওযুর কাজগুলোর একটি তালিকা তৈরি করবে।

ওযুর ফরজ

ওযুতে চারটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ কাজ আছে। এগুলোর কোনো একটি বাদ গেলে ওযু হয় না। এগুলোকে ওযুর ফরজ বলে। ফরজ অর্থ অবশ্য পালনীয়।

ওযুর ফরজ চারটি। যথা–

১. সমস্ত মুখমণ্ডল একবার ধোয়া।

২. কনুইসহ দুই হাত একবার ধোয়া।

৩. মাথার চার ভাগের এক ভাগ একবার মাসহ করা।

৪. গিরাসহ দুই পা একবার ধোয়া।

তবে তিনবার ধোয়া সুন্নত।

ওযুর ফরজগুলো সম্পর্কে আমাদের বিশেষ খেয়াল রাখতে হবে। ওযুর জন্য যে যে অঙ্গ ধোয়া ফরজ সেগুলোর কোনো অংশ যেন শুকনো না থাকে। শুকনো থাকলে ওযু হবে না।

ওযু না হলে সালাত আদায় হবে না। বাড়িতে আব্বা আম্মা ওযু করেন। শিক্ষক ও মসজিদের ইমাম সাহেব ভালোভাবে ওযু করেন। আমরা তাঁদেরকে দেখে ভালোভাবে ওযু করা শিখব।

পরিকল্পিত কাজ : ওযুর ফরজ কাজগুলোর একটি তালিকা তৈরি করবে।

হাত–পায়ের পরিচ্ছন্নতা

শরিফ ভালো ছেলে। সে সবসময় পাকসাফ থাকে। নিয়মিত গোসল করে। কাপড়–চোপড় পাকসাফ রাখে। খাওয়ার আগে ও পরে ভালোভাবে হাত ধোয়।

শরিফ হাত ও পায়ের নখ বড় হতে দেয় না। বড় হলে কেটে ফেলে। পায়খানা করে পানি ব্যবহার করে। সাবান দিয়ে হাত ধুয়ে নেয়। হাত ও পায়ে ময়লা জমতে দেয় না। হাত ও পায়ে ময়লা লাগলে সাথে সাথে তা সাফ করে ফেলে। সবাই তাকে ভালোবাসে।

কাবিল খুব নোংরা। সে জামা–কাপড় পরিষ্কার করে না। সময়মতো ওযু–গোসল করে না। হাত–পায়ের নখ বড় হলে কাটে না। বড় বড় নখের ভেতর ময়লা জমে থাকে। ময়লা হাত দিয়ে খাবার খায়। খাবারের সাথে এই ময়লা তার পেটে যায়। পেটের অসুখ হয়। সারা বছর সে পেটের অসুখে ভোগে। ময়লা শরীর থেকে দুর্গন্ধ বের হয়। কেউ তাকে ভালোবাসে না। মনে রেখো, মানুষের হাত ও শরীর রোগজীবাণুর আশ্রয়স্থল।

মহানবি (স) সবসময় পাকসাফ থাকতেন। হাত–পা পাকসাফ রাখতেন। সপ্তাহে অন্তত একবার নখ কাটতেন। যারা পাকসাফ থাকে মহান আল্লাহ তাদের ভালোবাসেন।

আমরা–

পাকসাফ থাকব, নিয়মিত নখ কাটব, হাত–পা সাফ রাখব, কাপড়–চোপড় পরিষ্কার করব, আল্লাহ আমাদের ভালোবাসবেন।

পরিকল্পিত কাজ : হাত–পায়ের পরিচ্ছন্নতার নিয়ম খাতায় লিখবে।

চোখের পরিচ্ছন্নতা

আমাদের চোখ দুটি মহান আল্লাহর বড় দান। এই চোখ দিয়ে আমরা আমাদের আব্বা–আম্মা, ভাইবোন সবাইকে দেখি। শিক্ষক, শিক্ষার্থী, খেলার সাথীদের দেখি।

আমরা চোখ দিয়েই ফুলের বাগানে সুন্দর সুন্দর ফুল দেখি। আম, জাম, লিচু, কলা নানারকম ফলের গাছ দেখি। আরও দেখি ফসলের সবুজ মাঠ। পাহাড়–পর্বত আরও কত কিছু দেখি। আমরা এই চোখ দিয়ে দেখেই কুরআন মজিদ তিলাওয়াত করি। বই পড়ি। খাবার খাই। রাস্তায় চলি। যাদের চোখ নেই তারা কিছুই দেখতে পায় না। আব্বা–আম্মাকেও দেখতে পায় না। ভাইবোনকেও দেখতে পায় না। তাদের কত কষ্ট।

আমরা চোখের যত্ন নেব। চোখে কখনো হাত লাগাব না। কেননা, হাতে ময়লা ও রোগজীবাণু থাকতে পারে। এতে চোখের ক্ষতি হতে পারে। মহানবি (স) চোখের ব্যাপারে খুব সাবধান থাকতেন। ঘুম থেকে উঠে পানি দিয়ে চোখ ধুতে হবে। চোখের পিচুটি ভালোভাবে সাফ করতে হবে। সবুজ শাকসবজি বেশি বেশি খেতে হবে। সারাদিন কত ধুলোবালি চোখে এসে পড়ে। নিয়মিত ওযু করে সালাত আদায় করলে চোখ পরিষ্কার থাকে। চোখের অসুখ হয় না।

আমরা–

নিয়মিত ওযু করব, সবুজ শাকসবজি খাব, চোখ–মুখ পরিষ্কার রাখব।

পরিকল্পিত কাজ : চোখের পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার নিয়ম ও উপকারিতার তালিকা তৈরি করবে।

সালাত (صَلٰوةٌ)

আল্লাহ তায়ালার ইবাদতের মধ্যে সর্বপ্রধান ইবাদত হলো সালাত। দিনে–রাতে পাঁচবার সালাত আদায় করতে হয়। পাঁচ ওয়াক্ত সালাত হলো–

১. ফজর	اَلْفَجْرُ
২. যোহর	اَلظُّهْرُ
৩. আসর	اَلْعَصْرُ
৪. মাগরিব	اَلْمَغْرِبُ
৫. এশা	اَلْعِشَاءُ

পাঁচ ওয়াক্ত সালাত সকলের ওপর ফরজ। তবে পাগলের ওপর ফরজ নয়। ছেলেমেয়ে সাত বছর বয়স হলে তাদের দ্বারা সালাত আদায় করানো পিতামাতার ওপর ওয়াজিব। দশ বছর বয়সে যদি ছেলেমেয়ে সালাত আদায় না করে তবে তাদেরকে শাস্তি দিয়ে সালাত আদায় করাতে হবে।

সালাত কারো জন্য মাফ নেই। কোনো অবস্থাতেই সালাত ছাড়া যায় না। রোগী, অন্ধ, খোঁড়া, বোবা, বধির যে যে অবস্থায় আছে তাকে সে অবস্থাতেই সালাত আদায় করতে হবে।

সালাতের ওয়াক্ত (اَوْقَاتُ الصَّلٰوةِ)

সময়মতো সালাত আদায় করা আল্লাহর হুকুম। সময়মতো আদায় না করলে সালাত হয় না।

আল্লাহ তায়ালা বলেন– **"সঠিক সময়ে সালাত আদায় করা মুমিনদের জন্য ফরজ।"**

সালাতের নির্দিষ্ট সময় হলো–

১	ফজর	রাত শেষে পূর্ব আকাশে আলো দেখা দিলে ফজর শুরু হয়। সূর্য ওঠার পূর্ব মুহূর্তে তা শেষ হয়।
২	যোহর	দুপুরে সূর্য পশ্চিমে ঢলে পড়লে যোহর শুরু হয়। আর কোনো কাঠির ছায়া কাঠির মূল ছায়া বাদে দ্বিগুণ হলে ওয়াক্ত শেষ হয়।
৩	আসর	যোহর শেষ হওয়ার সাথে সাথে আসর শুরু হয়। সূর্য অস্ত যাওয়ার পূর্বে তা শেষ হয়।
৪	মাগরিব	সূর্য ডোবার পর মাগরিব শুরু হয়। পশ্চিম আকাশে লাল আভা মুছে যাওয়ার সাথে সাথে তা শেষ হয়।
৫	ইশা	মাগরিব শেষ হওয়ার পর ইশা শুরু হয়। ফজরের পূর্ব পর্যন্ত ইশার সালাতের সময় থাকে। তবে মধ্য রাতের পূর্বে ইশার সালাত আদায় করা ভালো।

আমরা– সময় মতো সালাত আদায় করব।

২০১৫

সালাতের নিয়ম

সালাত একটি বড় ইবাদত। সালাত আদায় করার নিয়ম আছে। নিয়ম মতো না হলে সালাত আদায় হয় না।

মহানবি (স) বলেছেন– "তোমরা আমাকে যেভাবে সালাত আদায় করতে দেখছো সেভাবেই সালাত আদায় করো।"

আমরা প্রথমে ওযু করে পাক–পবিত্র হব। এরপর কাবা শরিফের দিকে মুখ করে বিনয়ের সাথে সোজা হয়ে দাঁড়াব। নিয়ত করব। নিয়ত অর্থ মনের ইচ্ছা। আরবিতে নিয়ত বলা আবশ্যক না। ছেলেরা দু হাত কান বরাবর উঠাবে। আর মেয়েরা কাঁধ বরাবর উঠাবে এবং বলবে–

আল্লাহু আকবর– اَللّٰهُ اَكْبَرُ । **অর্থ** : আল্লাহ সবচেয়ে বড়।

সাথে সাথে ছেলেরা নাভি বরাবর আর মেয়েরা বুকের উপর হাত বেঁধে দাঁড়াবে।

হাত বাঁধার নিয়ম হলো, ছেলেরা বাম হাতের তালু নাভি বরাবর রাখবে। ডান হাতের তালু বাম হাতের পিঠের উপর রেখে তাহরিমা বাঁধবে। মেয়েরা বাঁধবে বুকের উপর। সালাতের শুরুতে এভাবে আল্লাহু আকবর বলাকে তাকবিরে তাহরিমা বলে। তাকবিরে তাহরিমা বাঁধার পর কথাবার্তা বলা যায় না। এদিক–সেদিক তাকানো যায় না। হাসাহাসি করা যায় না।

বালক কিবলামুখি হয়ে সালাতে দাঁড়ানো অবস্থায়

বালিকা কিবলামুখি হয়ে সালাতে দাঁড়ানো অবস্থায়

তাকবিরে তাহরিমা ছাড়া সালাত আদায় হয় না। তাকবিরে তাহরিমা বলা ফরজ।

সানা – ثَنَاءٌ

সালাতে তাকবিরে তাহরিমা বাঁধার পর সানা পড়তে হয়। সানা অর্থ প্রশংসা। সালাতে সানা পাঠ করা সুন্নত। সানা হলো–

সুবহানাকাল্লাহুম্মা ওয়াবিহামদিকা	سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَ بِحَمْدِكَ
ওয়াতাবারাকাসমুকা ওয়া তা'আলা জাদ্দুকা	وَ تَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالٰى جَدُّكَ
ওয়া লা ইলাহা গাইরুকা	وَ لَآ اِلٰهَ غَيْرُكَ۔

অর্থ: হে আল্লাহ! তুমি পাক, তোমারই জন্য সকল প্রশংসা। তোমার নাম পবিত্র এবং বরকতময়। তুমি অতি মহান। তুমি ছাড়া আর কোনো মাবুদ নেই।

আউযুবিল্লাহ – اَعُوْذُ بِاللّٰهِ

সালাতে সানার পর আউযুবিল্লাহ পড়তে হয়। সম্পূর্ণ আউযুবিল্লাহ হলো–

আউযুবিল্লাহি মিনাশ শায়তানির রাজীম اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ

অর্থ: বিতাড়িত শয়তান থেকে আমি আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাই।

আমরা– আউযুবিল্লাহ শিখব, ঠিকভাবে তা পড়ব।

বিসমিল্লাহ – بِسْمِ اللّٰهِ

সালাতে আউযুবিল্লার পর বিসমিল্লাহ পড়তে হয়। সম্পূর্ণ বিসমিল্লাহ হলো–

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

অর্থ: পরম করুণাময় অতি দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি।

সব ভালো কাজের আগে বিসমিল্লাহ বলতে হয়। বিসমিল্লাহ বলে কাজ শুরু করলে আল্লাহ তায়ালা সাহায্য করেন। ভালো ফল পাওয়া যায়। মহান আল্লাহ রহম করেন।

আমরা–

লেখাপড়ার শুরুতে বলব বিসমিল্লাহ, খাওয়ার আগে বলব বিসমিল্লাহ

ঘর থেকে বের হওয়ার সময় বলব বিসমিল্লাহ, সব ভালো কাজের আগে বলব বিসমিল্লাহ।

বিসমিল্লাহ বলে কাজ শুরু করলে আল্লাহ তায়ালা কাজে বরকত দেন। তিনি খুশি হন। কাজটি সহজে সমাধা হয়।

পরিকল্পিত কাজ : কোন কোন কাজে বিসমিল্লাহ বলতে হয় তার একটি তালিকা তৈরি করবে।

রূকু ও সিজদাহ্

সালাতে প্রথমে নিয়ত করতে হয়। আল্লাহু আকবর বলে তাহরিমা বাঁধতে হয়। এরপর পড়তে হয়– সানা, আউযুবিল্লাহ, বিসমিল্লাহ, সূরা ফাতিহা ও অন্য যেকোনো সূরা বা এর অংশবিশেষ।

এরপর রূকু করতে হয়। রূকু থেকে সামিআল্লাহু লিমান হামিদা سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهٗ বলে সোজা হয়ে দাঁড়াতে হয়। সালাতে রূকু–সিজদাহ্ করা ফরজ। রূকু ও সিজদাহ্ সঠিকভাবে না করলে সালাত আদায় হয় না।

রূকু করার নিয়ম

সালাতে সূরা ফাতিহা ও অন্য একটি সূরা বা আয়াত পড়ব। এরপর মাথা ঝুঁকাব। দুই হাত দুই হাঁটুর উপর রাখব। মাথা, পিঠ ও কোমর এক বরাবর রাখব। কনুই পাঁজর থেকে ফাঁক করে রাখব। রূকু থেকে সামিআল্লাহু লিমান হামিদা বলে ভালোভাবে সোজা হয়ে দাঁড়াব। এরপর সিজদাহ্ করব। রূকুতে তসবিহ পাঠ করতে হয়। রূকুর তসবিহ হলো–

সুবহানা রাব্বিয়াল আযীম– سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيْمِ

অর্থ: আমার সুমহান প্রতিপালকের পবিত্রতা ঘোষণা করছি।

রূকুরত অবস্থায়

পশ্চিম দিক

২০১৮

রুকু থেকে সামিআল্লাহু লিমান হামিদা বলতে বলতে সোজা হয়ে দাঁড়াব।

দাঁড়ানো অবস্থায় বলব: **রাব্বানা লাকাল হামদ** – رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ

অর্থ: হে আমাদের পালনকর্তা! আমরা তোমারই প্রশংসা করছি।

সিজদাহ্ করার নিয়ম

এরপর আল্লাহু আকবর বলতে বলতে সিজদাহয় যাব। সিজদাহয় দুই হাঁটু জায়নামাজে রাখব। তারপর রাখব দুই হাত। দুই হাতের মাঝে রাখব নাক ও কপাল। সিজদাহতে তাসবিহ পড়তে হয়। সিজদাহর তাসবিহ হলো–

সুবহানা রাব্বিয়াল আ'লা– سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى

অর্থ: আমার সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতিপালকের পবিত্রতা ঘোষণা করছি।

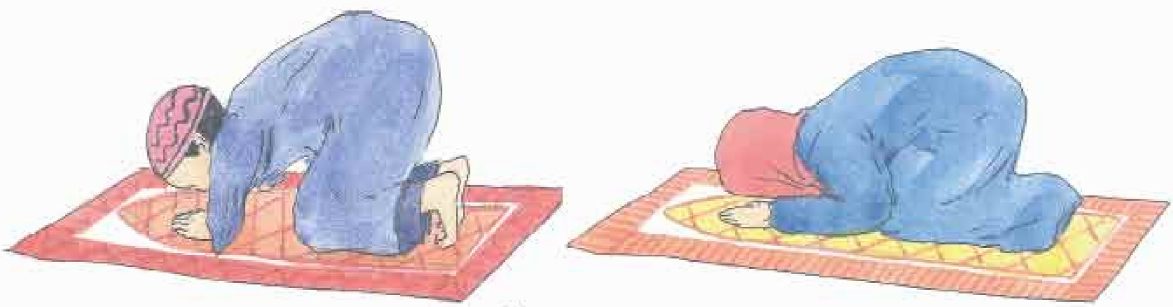

সিজদাহরত অবস্থায়

আমরা বাড়িতে আব্বা–আম্মাকে সালাত আদায় করতে দেখি। শিক্ষক, মসজিদের ইমাম সাহেবকেও দেখি। তাঁদের দেখে রুকু করা শিখব। তাদের দেখে সিজদাহ্ করা শিখব। রুকু ও সিজদাহ্ সঠিক হলে সালাত সহিশুদ্ধ হয়। সালাত সঠিক হলে জীবন সুন্দর হয়।

আমরা–

সঠিকভাবে সালাত আদায় করব। সঠিকভাবে রুকু সিজদাহ্ করব।

সালাম

যেকোনো সালাত সালামের মাধ্যমে শেষ করতে হয়। সালাম হলো সালাত আদায়ের শেষ কাজ। কোনো সালাত দুই রাকাআতের, কোনো সালাত তিন রাকাআতের আবার কোনো সালাত চার রাকাআতের হয়ে থাকে।

সালাতের শেষ রাকাআতের সিজদাহর পর বসা ফরজ। একে শেষ বৈঠক বলে।

এই বৈঠকে আত্তাহিয়্যাতু, দরুদ ও দোয়া মাসুরা পড়তে হয়। এরপর প্রথমে ডান কাঁধের দিকে মুখ ফিরিয়ে বলতে হয়–

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ – اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ

অর্থ: আপনাদের ওপর শান্তি ও আল্লাহর রহমত বর্ষিত হোক।

তারপর বাম কাঁধের দিকে বলতে হয় আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। এই সালাম দ্বারা সালাত শেষ হয়ে যায়।

যে ব্যক্তি সালাতের সূরা–কালাম, তাসবিহ জানে না, সে কীভাবে সালাত আদায় করবে? এমন ব্যক্তি সালাতের মধ্যে সব জায়াগায় সুবহানাল্লাহ অথবা আল্লাহু আকবর বলবে। সাথে সাথে সালাতের সূরা–কালাম, দোয়া, দরুদ, তাসবিহ ইত্যাদি শিখতে থাকবে। এতে তার সালাত আদায় হয়ে যাবে।

সালাতের নৈতিক উপকার

আমরা সালাতের আযান শোনামাত্রই সব কাজকর্ম, খেলাধুলা ছেড়ে দিব। পাক–পবিত্র পানি দিয়ে ওযু করব। পাক–সাফ কাপড় পরে মসজিদে যাব। মসজিদে সবাই সোজা হয়ে কাতার করে দাঁড়াব। সবাই ইমামের সাথে সালাত আদায় করব। এভাবে সালাত আদায় করলে মানুষের মনে আল্লাহ তায়ালার ভয় সৃষ্টি হয়। এই ভয় দ্বারা মানুষ সকল অন্যায় কাজ থেকে বিরত থাকে। চরিত্রবান হয়।

মসজিদে গিয়ে তুমি–

কাউকে দেখবে পুরাতন ও ছেঁড়া কাপড় পরে আছে।

কাউকে দেখবে খুব চিন্তিত, ক্ষুধার্ত,

কাউকে দেখবে অক্ষম, পঙ্গু, অন্ধ।

তখন তোমাদের মধ্যে যারা ধনী তারা গরিবদের দুঃখ–কষ্ট বুঝবে। ফকির, মিসকিন লোকেরা ধনীদের কাছে তাদের দুঃখ–কষ্টের কথা বলতে পারবে। ধনীরা তাদের সহায়তা করতে এগিয়ে আসবে। এভাবেই একটি শান্তিময় পরিবেশ গড়ে উঠবে।

পরিকল্পিত কাজ : সালাতের নৈতিক উপকার কী তা লিখে শ্রেণিতে উপস্থাপন করবে।

অনুশীলনী

১। সঠিক উত্তরে টিক (√) চিহ্ন দাও।

ক) সময়মতো সালাত আদায় করা কার হুকুম?

১. আব্বার ২. আম্মার

৩. আল্লাহর ৪. শিক্ষকের

খ) ওযুতে কনুই পর্যন্ত হাত ধোয়া কী?

১. সুন্নত ২. ফরজ

৩. নফল ৪. ওয়াজিব

গ) সালাতে মেয়েরা কোথায় হাত বাঁধবে?

১. বুকের নিচে ২. নাভি বরাবর

৩. নাভির ওপরে ৪. বুকের ওপরে

ঘ) সানা কখন পড়তে হয়?

১. সালাতের শেষে ২. সালাতের মাঝে

৩. সালাতের শুরুতে ৪. তাহরিমা বাঁধার পর

ঙ) ভালো কাজ আরম্ভ করার সময় কী বলতে হয়?

১. বিসমিল্লাহ ২. সুবহানাল্লাহ

৩. মাশাআল্লাহ ৪. ইন্না লিল্লাহ

চ) সিজদাহ্র তাসবিহ কোনটি?

১. আল্লাহু আকবর ২. সুবহানাল্লাহ

৩. সুবহানা রাব্বিয়াল আ'লা ৪. রাব্বানা লাকাল হামদ

২। শূন্যস্থান পূরণ কর:

ক. আল্লাহ্ তায়ালা ---------- কথা বলতে নিষেধ করেছেন।

খ. পাকসাফ থাকা ইমানের -------------।

গ. ওযুর -------------- চারটি।

ঘ. সালাতে প্রথমে ------------- করতে হয়।

ঙ. -------------- দ্বারা সালাত শেষ হয়ে যায়।

৩। সংক্ষেপে উত্তর দাও :

ক. রূকুর তাসবিহ কী?

খ. সিজদাহ্র তাসবিহ কী?

গ. সালাত কয় ওয়াক্ত?

ঘ. ওযুর ফরজ কয়টি?

ঙ. ইসলামের ভিত্তি কয়টি?

৪। নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

ক. ইবাদত কাকে বলে? উদাহরণসহ লেখ।

খ. ইসলামের ভিত্তি কয়টি ও কী কী?

গ. পাকসাফ থাকলে কী উপকার হয়?

ঘ. হাত–পা পরিষ্কার রাখার উপকারিতা কী?

ঙ. চোখ পরিষ্কার রাখার উপায় কী?

চ. ওযুর নিয়ম লেখ।

ছ. ওযুর ফরজ কয়টি ও কী কী?

জ. দিনে–রাতে কয়বার সালাত আদায় করতে হয়? ওয়াক্তগুলোর নাম লেখ।

ঝ. কীভাবে তাহরিমা বাঁধতে হয়?

ঞ. রূকু কীভাবে করতে হয়?

ট. সিজদাহ্ করার নিয়ম বল।

ঠ. সালাতের নৈতিক উপকার কী?

২০১৫

তৃতীয় অধ্যায়
আখলাক
(চরিত্র)

আব্বা–আম্মার কথা শোনা

আব্বা–আম্মা আমাদের সবচেয়ে আপনজন। তাঁরা আমাদের আদর করেন। যত্ন নেন ও লালনপালন করেন। অসুখ হলে সেবা করেন। আল্লাহর কাছে দোয়া করেন। নিজেরা না খেয়ে আমাদের খাওয়ান। আমাদের জন্য অনেক কষ্ট করেন। কাজেই আমরা আব্বা–আম্মার কথা শুনব। তাঁদের কথামতো চলব।

আমরা আব্বা–আম্মাকে সম্মান করব। সালাম দেব। আদেশ মেনে চলব। সেবা করব। বিনয়ের সাথে কথা বলব। তাঁরা ডাকলে জী বলে উত্তর দেব। সবসময় ভালো ব্যবহার করব।

আল্লাহ বলেন, "তোমরা আব্বা–আম্মার সাথে ভালো ব্যবহার করবে"।

আমরা আব্বা–আম্মার সাথে ঝগড়া করব না। রাগারাগি করব না। ধমক দেব না। কষ্ট দেব না। দুঃখ দেব না। তাদের সবসময় খুশি রাখব। সন্তুষ্ট রাখব। তাহলে আল্লাহ খুশি হবেন। আল্লাহ সন্তুষ্ট থাকবেন।

মহানবি (স) বলেন–

পিতার সন্তুষ্টিতে আল্লাহর সন্তুষ্টি
পিতার অসন্তুষ্টিতে আল্লাহর অসন্তুষ্টি ।

আব্বা–আম্মা সন্তুষ্ট থাকলে আমরা জান্নাত পাব। জান্নাত সুখের জায়গা। সেখানে আনন্দ পাওয়া যায়। শান্তি পাওয়া যায়।

মহানবি (স) বলেছেন, "মায়ের পায়ের নিচে সন্তানের জান্নাত"।

একটি ঘটনা :

একদিন আমাদের প্রিয় নবি (স) সাহাবিগণকে নিয়ে বসা ছিলেন। সেখানে এক বৃদ্ধা মহিলা আসলেন। প্রিয় নবি (স) বৃদ্ধাকে দেখে উঠে দাঁড়ালেন। সম্মান করলেন। নিজের

গায়ের চাদর বিছিয়ে দিলেন। আদবের সাথে তাঁকে বসালেন। সাহাবিরা অবাক হয়ে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, এ বৃদ্ধা কে? প্রিয় নবি (স) উত্তরে বললেন– ইনি হলেন আমার দুধমা বিবি হালিমা (রা.)।

আল্লাহ তায়ালা আমাদের আব্বা–আম্মার জন্য দোয়া করতে বলেছেন। আমরা আব্বা–আম্মার জন্য দোয়া করব।

দোয়া : রাব্বিরহামহুমা কামা রাব্বাইয়ানী সাগীরা।

অর্থ : হে আল্লাহ! আমার আব্বা–আম্মা ছোটবেলায় আমাকে যেভাবে দয়া ও স্নেহের সাথে লালনপালন করেছেন, আপনি তাঁদের প্রতি সেভাবেই দয়া করুন।

আমরা–

আব্বা–আম্মার কথা শুনব।
তাঁদের উপদেশ মেনে চলব।
তাঁদের সম্মান করব।
তাঁদের দুঃখ–কষ্ট দেব না।
তাঁদের সাথে ভালো ব্যবহার করব।
তাঁদের জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করব।

পরিকল্পিত কাজ: শিক্ষার্থীরা আব্বা–আম্মার জন্য দোয়াটির অর্থ বাংলায় সুন্দরভাবে লিখবে।

সহপাঠীদের সাথে ভালো ব্যবহার

আমার নাম ফুয়াদ। আমি তৃতীয় শ্রেণিতে পড়ি। শাফী, হাসান ও তারেক আমার সাথে পড়ে। এক সাথে একই শ্রেণিতে যারা পড়ে তাদেরকে সহপাঠী বলা হয়। আমরা সকলে একে অপরের সহপাঠী। সহপাঠী অর্থ পড়ার সাথী।

আমরা সহপাঠীদের সাথে ভালো ব্যবহার করব। পড়া জানতে চাইলে পড়া বলে দেব। একে অপরকে সাহায্য করব। বিপদে এগিয়ে আসব। অসুখ হলে দেখতে যাব। সেবা করব। দেখা হলে সালাম দেব। এক সাথে খেলা করব।

একটি ঘটনা :

হাসান রোজ স্কুলে আসে। একদিন সে স্কুলে আসেনি। আমরা সকলে শিক্ষকের অনুমতি নিয়ে তার বাড়িতে গেলাম। তার খুব জ্বর। সে জ্বরে কাঁপছে। তার আম্মা তার মাথায় পানি দিচ্ছেন। বাসায় আর কেউ নেই। আমি ডাক্তার সাহেবকে ডেকে আনলাম। ডাক্তার সাহেব হাসানের জ্বর পরীক্ষা করে ওষুধ লিখে দিলেন। তারেক ওষুধ ক্রয় করে আনল

২০১৮

এবং ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী হাসানকে ওষুধ খাইয়ে দিল। হাসানের জ্বর অনেক কমে গেল। সে আরাম পেল। শান্তি পেল। অনেকটা সুস্থ বোধ করল। আমরা কিছু সময় তার সাথে থাকলাম। গল্প করলাম। আমরা চলে আসার সময় তাকে বললাম–

ইনশাআল্লাহ তুমি তাড়াতাড়ি ভালো হয়ে যাবে। সুস্থ হয়ে উঠবে। স্কুলে যাবে। হাসান খুব খুশি হলো। সহপাঠী অসুস্থ হলে আমরা এভাবে তাকে সাহস দেব। সান্ত্বনা দেব। সেবাযত্ন করব।

আমরা সহপাঠীদের সাথে ঝগড়া করব না। মারামারি করব না। সহপাঠীদের কাউকে গালি দেব না। হিংসা করব না। কারো বই, খাতা,কলম চুরি করব না।এগুলো করলে গুনাহ হয়। আল্লাহ অসন্তুষ্ট হন। সকলে নিন্দা করে। ঘৃণা করে। কেউ ভালোবাসে না। কেউ বিশ্বাস করে না। আদর করে না।

সহপাঠীর সেবা করছে

আমরা সকলে একসাথে মিলেমিশে থাকব। আমরা একে অপরের সুখে সুখী হব। দুঃখে দুঃখী হব। তাহলে আব্বা–আম্মা খুশি থাকবেন। শিক্ষকগণ খুশি হবেন। পরিবেশ সুন্দর হবে। আল্লাহ খুশি হবেন। সকলে ভালোবাসবেন। আদর করবেন।

আমরা–

সহপাঠীদের সাথে দেখা হলে সালাম দেব। পড়া জানতে চাইলে বলে দেব।

একসাথে খেলা করব। অসুখ হলে সেবাযত্ন করব।

বিপদে সাহায্য করব। সবসময় ভালো ব্যবহার করব।

পরিকল্পিত কাজঃ শিক্ষার্থীরা কোন সহপাঠীর সাথে কিরূপ ব্যবহার করবে তা খাতায় সুন্দর করে লিখবে এবং শ্রেণিকক্ষে পড়ে শুনাবে।

সালাম বিনিময়

বাড়িতে আব্বা–আম্মা আছেন। আরও আছেন দাদা–দাদি ও ভাইবোন। স্কুলে আছেন শিক্ষক–

শিক্ষিকা ও সহপাঠীরা। তাছাড়া, খেলার সাথি, আত্মীয়- স্বজন, বন্ধু-বান্ধব এবং আরও অনেকের সাথে দেখা হয়। দেখা হলে সবাইকে সালাম দেব। কোনো মুসলিমের সাথে দেখা হলে সালাম দিতে হয়।

সালাম : اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ – আসসালামু আলাইকুম।

অর্থ : আপনার ওপর শান্তি বর্ষিত হোক।

সালাম শুনলে সালামের জওয়াব দিতে হয়। সালামের জওয়াবে বলব–

وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ – ওয়া আলাইকুমুস সালাম।

অর্থ : আপনার ওপরও শান্তি বর্ষিত হোক।

কারো সাথে দেখা হলে আমরা প্রথমে সালাম দেব। সালাম দিলে আল্লাহ খুশি হন। আল্লাহ রহম করেন। নবি (স) খুশি হন। ছোট-বড় সকলে খুশি হন। শান্তি পাওয়া যায়। সুখ পাওয়া যায়। সালাম অর্থ শান্তি । সালাম হলো শান্তির জন্য দোয়া করা।

যে আগে সালাম দেবে সে বেশি সাওয়াব পাবে। মহানবি (স) আগে সালাম দিতেন। মহানবি (স) বলেছেন– "যে আগে সালাম দেবে, সে বেশি সওয়াব পাবে"।

চেনা-অচেনা সকল মুসলিমকে সালাম দিতে হয়। মহানবি (স) বলেছেন–"তুমি সালাম দেবে, যাকে তুমি চেন এবং যাকে না চেন"।

আমরা স্কুলে যাবার সময় আব্বা-আম্মাকে সালাম দেব। শ্রেণিকক্ষে ঢুকেই সহপাঠীদের সালাম দেব। শ্রেণিকক্ষে শিক্ষক আসলে দাঁড়িয়ে সালাম দেব। স্কুল ছুটি হয়ে গেলে বাড়িতে গিয়ে সবাইকে সালাম দেব। রাস্তায় চলার সময় যার সাথে দেখা হবে তাকে সালাম দেব। বাড়িতে আত্মীয়-স্বজন ও মেহমান আসলে আগে সালাম দেব। চিঠিতে সালাম লেখা পড়লে সালামের জওয়াব দেব। টেলিফোনে কথা বলার সময় প্রথমে সালাম দেব। কেউ টেলিফোনে সালাম দিলে সালামের জওয়াব দেব। টেলিভিশনে সালাম শুনলে সালামের জওয়াব দেব। সালাম দেওয়া সুন্নত। জওয়াব দেওয়া ওয়াজিব।

ছোটরা বড়দের সালাম দেবে। আবার বড়রাও ছোটদের সালাম দেবেন। কীভাবে সালাম দিতে হয়, তা শেখাবার জন্য বড়রা ছোটদের সালাম দেবেন। ছোটরা সালাম দেওয়া শিখবে। এভাবে বড়-ছোট সকলে সালাম দেওয়া-নেওয়ার অভ্যাস করবে।

২০১৯

আমরা–

আব্বা–আম্মাকে সালাম দেব। শিক্ষক–শিক্ষিকাকে সালাম দেব।
পড়ার সাথী ও খেলার সাথীকে সালাম দেব। চেনা–অচেনাকে সালাম দেব।
বড় ছোট সবাইকে সালাম দেব। সালাম দেওয়া–নেওয়ার অভ্যাস গড়ে তুলব।

পরিকল্পিত কাজ : শিক্ষার্থীরা শ্রেণিকক্ষে একে অপরকে সালাম দেবে। বিনিময়ে অপরজন সেই সালামের জওয়াব দেবে। এভাবে সকলে সালাম দেওয়া ও নেওয়ার অভ্যাস করবে।

মেহমানের সাথে ভালো ব্যবহার

আমাদের বাড়িতে নানা–নানী, মামা–মামী, খালা–খালু, ফুফা–ফুফু ও অনেক আত্মীয় বেড়াতে আসেন। আসেন কাছের এবং দূরের লোকজন। যারা আমাদের বাড়িতে বেড়াতে আসেন তারা আমাদের মেহমান। আর আমরা হলাম মেজবান।

মেহমান বাড়িতে আসলে প্রথমে সালাম দেব। তারপর বসতে দেব। সেবাযত্ন করব। সম্মান দেখাব। হাসিমুখে কথা বলব। এক সাথে বসে আহার করব। আনন্দ প্রকাশ করব। ভালো ব্যবহার করব। মহানবি (স) বলেছেন–

> “যে ব্যক্তি আল্লাহ ও আখিরাতে ইমান রাখে
> সে যেন মেহমানকে সম্মান করে।”

আমাদের মহানবি (স) মেহমানের সাথে সুন্দর ব্যবহার করতেন। নিজেই তাদের সেবা করতেন। যত্ন করে খাওয়াতেন। সম্মান দিতেন।

একটি আদর্শ কাহিনী

এক ইহুদি রাতে মহানবি (স) এর মেহমান হলেন। মহানবি (স) তাকে যত্ন করে খাওয়ালেন। পরিষ্কার বিছানায় ঘুমাতে দিলেন। লোকটি বেশি খেয়েছিল। তার পেট খারাপ হলো। বদহজম হলো। বিছানা নষ্ট করল। নোংরা ও দুর্গন্ধ হলো। ভয়ে খুব ভোরে পালিয়ে গেল। কিন্তু ভুলে সে নিজের তরবারিটি রেখে গেল।

মহানবি (স) সকালে মেহমানের খোঁজ নিতে গেলেন। কিন্তু পেলেন না। বিছানা নষ্ট

দেখলেন। এতে তিনি লোকটির ওপর একটুও রাগ করলেন না। বরং ভাবলেন লোকটি হয়তো কষ্ট পেয়েছে। দুঃখ পেয়েছে। অতঃপর নিজ হাতে ময়লা বিছানা পানি দিয়ে ধুতে লাগলেন। লোকটির তরবারির কথা মনে পড়লে তরবারি নিতে এসে দেখল যে, দয়াল নবি (স) ময়লা বিছানা পরিষ্কার করছেন।

সে অবাক হলো। সে ভেবেছিল, মহানবি (স) রেগে আছেন। তাকে মারধর করবেন। কিন্তু কী আশ্চর্য। তিনি লোকটিকে দেখে একটুও রাগ করলেন না। তিনি লোকটিকে দেখে খুশি হলেন এবং বললেন– **"ভাই, রাতে তোমার খুব কষ্ট হয়েছে। তুমি আমাকে ক্ষমা কর"**।

মহানবি (স) এর এই সুন্দর ব্যবহারে লোকটি মুগ্ধ হলো। খুশি হলো ও ইমান আনল। মুসলমান হয়ে গেল।

মেহমানের সাথে ভালো ব্যবহার করলে মেহমান খুশি হয়। মেজবানের সুনাম বাড়ে। মেজবান ও মেহমানের মধ্যে ভালো সম্পর্ক গড়ে ওঠে। এতে আল্লাহ খুশি হন।

আমরা – "মেহমানকে সালাম দেব, বসতে দেব। সম্মান করব, যত্ন নেব। খোঁজ–খবর নেব, সেবা করব। হাসি মুখে কথা বলব, ভালো ব্যবহার করব"।

পরিকল্পিত কাজ :

মেহমানের সাথে কিরূপ ব্যবহার করতে হয় শিক্ষার্থীরা এর একটি তালিকা তৈরি করবে।

মানুষের সেবা

আল্লাহর সৃষ্টির মধ্যে মানুষ সবার সেরা। মানুষ মানুষের ভাই। তারা একে অপরকে সাহায্য করবে। গরিব হলে টাকা–পয়সা দিয়ে সাহায্য করবে। অসুস্থ হলে সেবা করবে। চিকিৎসা করবে। দেখতে যাবে। পিপাসা লাগলে পানি দেবে। ক্ষুধা পেলে খাদ্য দেবে। মানুষের সেবা করা আল্লাহর ইবাদত।

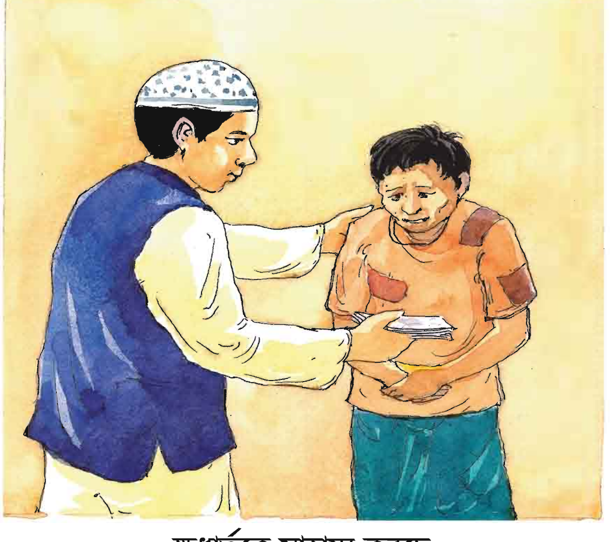
ক্ষুধার্তকে সাহায্য করছে

আমাদের দয়াল নবি (স) বলেছেন—

ক্ষুধার্তকে খাদ্য দাও,
রোগীর সেবা কর,
বন্দীকে মুক্ত করে দাও।

মহানবি (স) আরও বলেছেন, শেষ বিচারের দিন আল্লাহ তায়ালা মানুষকে বলবেন–

আমার ক্ষুধা লেগেছিল, তুমি আমাকে খাবার দাও নি। আমার পানির পিপাসা পেয়েছিল, তুমি আমাকে পানি দাও নি। আমি অসুস্থ ছিলাম, তুমি আমাকে সেবা কর নি।

তখন মানুষ বলবে, হে আল্লাহ! এসব থেকে তুমি তো মুক্ত। এ কী করে সম্ভব?

আল্লাহ বলবেন, তোমার আশেপাশে অনেক লোক অনাহারে ছিল, তুমি তাদের খেতে দাও নি। অনেকে অসুস্থ ছিল, তুমি তাদের সেবা কর নি। যদি তুমি তাদের খেতে দিতে, সেবা করতে, সাহায্য করতে, তাহলে তা আমাকেই সেবা করা হতো। আমি খুশি হতাম। কারণ, মানুষ তো আমার সৃষ্টি। আমার বান্দা।

মহানবি (স) সবসময় মানুষের সেবা করতেন। তিনি মানুষের সুখ-দুঃখের খোঁজখবর নিতেন। উপকার করতেন। তিনি মুসলিম ও অমুসলিম সবাইকে সেবা করতেন। তাঁর ভীষণ শত্রুকেও তিনি সাহায্য করতেন। সেবা করতেন।

একটি ঘটনা

এক বুড়ি প্রতিদিন মহানবি (স) এর চলার পথে কাঁটা দিত। মহানবি (স) এর পায়ে কাঁটা ফুটলে সে দূর থেকে দেখে হাসত। খুশি হতো। হঠাৎ একদিন পথে কাঁটা না দেখে মহানবি (স) খুব চিন্তিত হলেন। তিনি ভাবলেন, বুড়ির অসুখ-বিসুখ হলো কিনা। নিজে তার বাড়িতে গিয়ে খোঁজ নিলেন। দেখলেন, সত্যিই বুড়ি খুব অসুস্থ। দয়াল নবি সেবাযত্ন দিয়ে তাকে সারিয়ে তুললেন। বুড়ি সুস্থ হলো। সে তার খারাপ কাজের জন্য লজ্জা পেল। অনুতপ্ত হলো। সে আর কোনো দিন পথে কাঁটা দিত না।

মানুষের সেবা করা আল্লাহর ইবাদত। মানুষের সেবা করলে মানুষ খুশি হয়। সমাজ সুন্দর হয়। পরিবেশ সুন্দর হয়। সুখ-শান্তি বজায় থাকে। আল্লাহ খুশি হন। জান্নাত পাওয়া যায়।

আমরা–

ক্ষুধার্তকে খাদ্য দেব।
পিপাসা পেলে পানি দেব।
অসুস্থ হলে সেবা করব।
বিপদে পড়লে সাহায্য করব।
গরিব, দুঃখী ও ইয়াতীমকে ভালোবাসব।
সকল মানুষকে সেবা করব।

পরিকল্পিত কাজ : মানুষের সেবা কীভাবে করা যায় তার একটি তালিকা শিক্ষার্থীরা খাতায় লিখবে।

জীবে দয়া

আল্লাহ দয়াবান। সকল জীবের প্রতি তিনি দয়া দেখান। তিনি মানুষকে সকল জীবের প্রতি দয়া দেখাতে বলেছেন। জীবে দয়া করলে আল্লাহ খুশি হন। আল্লাহর দয়া পাওয়া যায়। মহানবি (স) বলেছেন– **"পৃথিবীতে যা কিছু আছে সে সবের প্রতি দয়া কর, তাহলে আল্লাহ তোমাদের প্রতি দয়া দেখাবেন"**।

আমাদের খোঁয়াড়ে হাঁস, মুরগি থাকে। গোয়ালে গরু, ছাগল থাকে। আঙিনায় বিড়াল, কুকুর থাকে। এদের সুখ-দুঃখ আছে। এরা আদর চায়। যত্ন চায়। সুখ চায়। শান্তি চায়। আমরা এদের আদর করব। যত্ন নেব। মায়া করব। আঘাত করব না। কষ্ট দেব না। তাদের দিকে ঢিল-পাথর, ইট ছুঁড়ব না। এতে তাদের কষ্ট হয়। এদের কষ্ট দিলে আল্লাহ অসন্তুষ্ট হন।

অকারণে বিড়াল, কুকুর, হাঁস, মুরগি, ব্যাঙ, পিঁপড়া, ফড়িং, চড়ুই কোনো পশুপাখিকে কষ্ট দেব না। আঘাত করব না। ফড়িং-এর পায়ে সুতা বেঁধে খেলা করব না। ফড়িং ব্যথা পাবে। কষ্ট পাবে। পাখির বাচ্চা চুরি করে আনব না। এতে পাখির মা কষ্ট পাবে। পাখির বাচ্চা কাঁদবে। কষ্ট পাবে। গরুর গাড়িতে বেশি বোঝা দেব না। মহিষের গাড়িতে বেশি বোঝা দেব না। গাড়িতে বোঝা বেশি দিলে গরুর গাড়ি টানতে খুব কষ্ট হবে। মহিষের খুব কষ্ট হবে।

আমরা হাটবাজার থেকে হাঁসমুরগি কিনি। এদের পা ধরে বাড়িতে নিয়ে আসি। পা উপরে থাকে। মাথা নিচের দিকে থাকে। ফলে এদের কষ্ট হয়। খুব ব্যথা লাগে। যন্ত্রণায় ছটফট করতে থাকে। কাঁদতে থাকে। এটা খুব অন্যায় কাজ। এভাবে কষ্ট দিলে আল্লাহ অসন্তুষ্ট হন। গুনাহ হয়। অতএব, আমরা এদের কষ্ট দেব না। এদের ডানাগুলো আস্তে করে ধরে বাড়িতে নিয়ে আসব। তাহলে কষ্ট পাবে না।

মহানবি (স) বলেছেন, **"পশুপাখিকে কষ্ট দিতে নেই।"**

একটি ঘটনা

এক মহিলা দেখলেন যে, পথের পাশে একটি কুকুর। কুকুরটি পিপাসায় খুব কাতর। এখনই মরে যাবে এমন অবস্থা। মহিলার মনে খুব দয়া হলো। নিকটে একটি পানির কূপ ছিল। তিনি ঐ কূপ থেকে পানি উঠিয়ে আনলেন। কুকুরের সামনে ধরলেন। কুকুর পানি পান করল। পানি পান করে কুকুর আরাম পেল। শান্তি পেল। বেঁচে গেল।

মহিলা কুকুরের প্রতি দয়া দেখালেন। জীবের প্রতি দয়া দেখালেন। কুকুরের সেবা করলেন। এজন্য আল্লাহ তায়ালা তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হলেন। তাঁর সব গুনাহ ক্ষমা করে দিলেন। তাঁকে জান্নাত দান করলেন।

আমরা–

জীবজন্তুকে খাবার দেব, পানি দেব, যত্ন নেব, আদর করব।
আঘাত করব না, কষ্ট দেব না, ভালোবাসব, দয়া করব।

পরিকল্পিত কাজ : শিক্ষার্থীরা খাতায় জীবজন্তুর নামের একটি চার্ট তৈরি করবে এবং কীভাবে জীবে দয়া করা যায় তার একটি তালিকা প্রস্তুত করবে।

সত্য কথা বলা

আমরা কথা বলি আব্বা–আম্মার সাথে। ভাইবোনের সাথে। বন্ধু–বান্ধবের সাথে। পড়ার সাথী ও খেলার সাথীর সাথে। আমরা সবার সাথে কথা বলি। যখন আমরা কথা বলব, সত্য কথা বলব।

সত্য কথা বলা খুবই ভালো। যে সত্য কথা বলে তাকে সবাই ভালোবাসে। আদর করে। স্নেহ করে। সম্মান দেয়। বিশ্বাস করে। যে সত্য কথা বলে তাকে সত্যবাদী বলা হয়। সত্যবাদী আল্লাহর কাছে প্রিয়। আল্লাহ তাকে ভালোবাসেন। তার বিপদে সকলে এগিয়ে আসে। তাকে সাহায্য করে। সে বিপদ থেকে মুক্তি পায়। সে জান্নাতে যাবে।

মিথ্যা বলা মহাপাপ। যে মিথ্যা বলে তাকে কেউ ভালোবাসে না। বিশ্বাস করে না। আদর করে না। সম্মান দেয় না। তার বিপদে কেউ এগিয়ে আসে না। সাহায্য করে না। বিপদমুক্ত করে না। যে মিথ্যা বলে তাকে মিথ্যাবাদী বলা হয়। আল্লাহ তাকে ভালোবাসেন না। ঘৃণা করেন। সবাই তাকে ঘৃণা করে। সে জান্নাতে যেতে পারবে না। সে জাহান্নামে যাবে।

বলা হয়ে থাকে, সত্য মানুষকে মুক্তি দেয়, মিথ্যা মানুষকে ধ্বংস করে।

মহানবি (স) বলেছেন, **সত্য মানুষকে পুণ্যের পথে নিয়ে যায়।**

সত্য কথা বলা একটি মহৎ গুণ। সত্য কথা বললে প্রকৃত ঘটনা জানা যায়। সত্য কথা বললে জীবনে জয় লাভ করা যায়। আমাদের মহানবি (স) ছোটবেলা থেকেই সত্য কথা বলতেন। তিনি কখনো মিথ্যা কথা বলেননি। তিনি সকলের কাছে প্রিয় ছিলেন। তাঁকে সকলে আল-আমীন বলে ডাকত। আল-আমীন অর্থ বিশ্বাসী। তিনি সবসময় সত্য কথা বলতেন।

সত্য কথা বলা সম্পর্কে একটি আদর্শ ঘটনা

একদিন একজন লোক মহানবি (স) এর কাছে এসে বলল :

হে আল্লাহর নবি! আমি চুরি করি। মিথ্যা কথা বলি। আরও অনেক অন্যায় করি। এখন আমি এ অন্যায় কাজগুলো কীভাবে ছেড়ে দেব?

মহানবি (স) বললেন, **"প্রথমে মিথ্যা বলা ছেড়ে দাও"।**

লোকটি মিথ্যা কথা বলা ছেড়ে দিল। সবসময় সত্য কথা বলতে থাকল। এরপর আস্তে আস্তে সব অন্যায় ছেড়ে দিল। অন্যায় থেকে বাঁচল। পাপমুক্ত হলো।

আমরা–

সবসময় সত্য কথা বলব
সৎ পথে চলব
মিথ্যা কথা বলব না
পাপ কাজ করব না।

পরিকল্পিত কাজ:

শিক্ষার্থীরা সত্য কথা বলার উপকারিতা খাতায় সুন্দর করে লিখবে এবং শিক্ষার্থীরা সত্য কথা বলার জন্য অভ্যাস গড়ে তুলবে।

অনুশীলনী

১। সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দাও :

(ক) মায়ের পায়ের নিচে সন্তানের কী?

(১) খুশি (২) জাহান্নাম

(৩) জান্নাত (৪) স্থান

(খ) সহপাঠী অর্থ কী?

(১) পড়ার সাথী (২) বই

(৩) আত্মীয় (৪) প্রতিবেশী

(গ) সহপাঠী বিপদে পড়লে কী করব?

(১) খেলা করব (২) বেড়াতে যাব

(৩) বলে দেব (৪) সাহায্য করব

(ঘ) কোনো মুসলিমের সাথে দেখা হলে প্রথমে কী করব?

(১) বসতে দেব (২) সালাম দেব

(৩) নাস্তা দেব (৪) কথা বলব

(ঙ) যারা আমাদের বাড়িতে বেড়াতে আসেন তারা কে?

(১) আব্বা–আম্মা (২) দাদা–দাদি

(৩) মেহমান (৪) মেজবান

(চ) আল্লাহর সৃষ্টির মধ্যে সবার সেরা কে?

(১) মানুষ (২) পশু

(৩) পাখি (৪) জিন

(ছ) এক বুড়ি প্রতিদিন মহানবি (স)–এর চলার পথে কী দিত?

(১) বিছানা (২) পাথর

(৩) কাঁটা (৪) ইট

(জ) সকল জীবের প্রতি কে দয়া দেখান?

(১) মানুষ (২) জিন

(৩) ফেরেশতা (৪) আল্লাহ

২। শূন্যস্থান পূরণ কর :

(ক) আমরা আব্বা–আম্মার ---------------- শুনব।

(খ) পিতার সন্তুষ্টিতে ------------------ সন্তুষ্টি ।

(গ) যে আগে সালাম দেবে সে বেশি ------------------- পাবে।

(ঘ) মানুষের সেবা করা আল্লাহর ----------------।

(ঙ) পশুপাখি কাউকে --------------- দিতে নেই।

(চ) সত্য মানুষকে -------------- দেয়।

৩। বাম পাশের কথাগুলোর সাথে ডান পাশের কথাগুলো মিল কর :

(ক) আমরা আব্বা–আম্মার সাথে	খুশি হন
(খ) আমরা সকলে একে অপরের	ভাই
(গ) সালাম দিলে আল্লাহ	মহাপাপ
(ঘ) পড়ার সাথী	ঝগড়া করব না
(ঙ) মিথ্যা বলা	সহপাঠী

৪। সংক্ষেপে উত্তর দাও :

(ক) আব্বা–আম্মা খুশি থাকলে কী লাভ হয়?

(খ) সহপাঠীর অসুখ হলে কী করব?

(গ) সালাম বিনিময়ের বাক্যটি আরবিতে লেখ।

(ঘ) সালামের জওয়াবে কী বলতে হয়?

(ঙ) মেহমানের সাথে ভালো ব্যবহার করলে কী উপকার হয়?

(চ) জীবে দয়া করলে আল্লাহ কী হন?

(ছ) মিথ্যা বলার ক্ষতি কী?

৫। নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

(ক) আব্বা–আম্মার সাথে কিরূপ ব্যবহার করব?

(খ) সহপাঠীদের সাথে ভালো ব্যবহারের উপকারিতা কী কী?

(গ) সালাম দেওয়া–নেওয়ার নিয়ম লিখ।

(ঘ) মেহমানের সাথে ভালো ব্যবহার সম্পর্কে মহানবি (স) কী বলেছেন?

(ঙ) আমরা জীবের প্রতি কীভাবে দয়া দেখাব?

(চ) সত্য কথা বলার একটি ঘটনা উল্লেখ কর।

চতুর্থ অধ্যায়

কুরআন মজিদ শিক্ষা

কুরআন মজিদ

কুরআন মজিদ আল্লাহর কালাম। আমরা কোন কাজ কীভাবে করব, তা কুরআন মজিদে আছে। কোন কাজ করলে আমরা সুখ পাব, আর কোন কাজ করলে আমাদের বিপদ হবে, তাও আছে কুরআন মজিদে।

কুরআন মজিদের ভাষা আরবি। আরবিতে আছে ঊনত্রিশটি অক্ষর। এই অক্ষরগুলো শিখতে পারলে আমরা কুরআন মজিদ পাঠ করতে পারব।

মহানবি (স) বলেছেন– **'তোমাদের মধ্যে সে সবচেয়ে উত্তম, যে কুরআন মজিদ শেখে এবং অন্যকে তা শেখায়'।**

আমরা–

কুরআন মজিদ তিলাওয়াত শিখব,

প্রতিদিন কুরআন মজিদ তিলাওয়াত করব।

পরিকল্পিত কাজ: কুরআন মজিদ সম্পর্কিত মহানবি (স) এর একটি বাণী বাংলায় বড় বড় অক্ষরে সুন্দর করে খাতায় লিখে আনবে।

আরবি বর্ণমালা

বাংলা আমাদের ভাষা। বাংলা ভাষায় ৫০টি অক্ষর আছে। বাংলা পড়তে হয় বাম দিক থেকে। আরবি কুরআন মজিদের ভাষা। আরবিতে ২৯টি অক্ষর আছে। আরবি পড়তে হয় ডান দিক থেকে।

সহজে চেনার জন্য প্রতিটি আরবি অক্ষর বা হরফের উচ্চারণ বাংলাতে দেওয়া আছে। আমরা শিক্ষকের কাছে শুনে শুনে হরফগুলোর সঠিক উচ্চারণ শিখব।

চার্ট – ১

ث	ت	ب	ا
ছা	তা	বা	আলিফ

ث	ت	ب	ا

চার্ট – ২

د	خ	ح	ج
দাল	খা	হা	জিম

د	خ	ح	ج

চার্ট– ৩

س	ز	ر	ذ
সিন	যা	রা	যাল

س	ز	ر	ذ

চার্ট – ৪

ط	ض	ص	ش
তোয়া	দোয়াদ	সোয়াদ	শীন

ط	ض	ص	ش

চার্ট – ৫

ف	غ	ع	ظ
ফা	গাইন	আইন	যোয়া

ف	غ	ع	ظ

চার্ট – ৬

م	ل	ك	ق
মীম	লাম	কাফ	ক্বাফ

م	ل	ك	ق

চার্ট – ৭

ي	ء	ه	و	ن
ইয়া	হামযা	হা	ওয়াও	নূন

ي	ء	ه	و	ن

আরবি ২৯টি হরফ

ح	ج	ث	ت	ب	ا
س	ز	ر	ذ	د	خ
ع	ظ	ط	ض	ص	ش
م	ل	ك	ق	ف	غ
ي		ء	ه	و	ن

ج	ع	ث	م	ت	ن	و	ق	ا	ص
ر	ة	د	ض	ش	ب	خ	ل	ح	ط
ك	غ	ف	ظ	ز	س	ذ	ي	ء	

পরিকল্পিত কাজ : শিক্ষার্থীরা আরবি হরফগুলো সুন্দর করে খাতায় লিখবে।

নুকতা

আরবি হরফের নিচে বা ওপরে এক বা একাধিক ফোঁটা দেখা যায়। এই ফোঁটাকে নুকতা বলে।

আরবি ২৯টি হরফের মধ্যে ১৫টিতে নুকতা আছে। যেমন –

এক নুকতা নিচে	২টি	ج ب
এক নুকতা ওপরে	৮টি	ن ض ف غ ظ ز ذ خ
দুই নুকতা নিচে	১টি	ي
দুই নুকতা ওপরে	২টি	ق ت
তিন নুকতা ওপরে	২টি	ش ث

পরিকল্পিত কাজ : শিক্ষার্থীরা নুকতাযুক্ত হরফগুলো সুন্দর করে খাতায় লিখবে ও পড়বে।

আরবি ১৪টি হরফে কোনো নুকতা নেই। যেমন –

ط	ص	س	ر	د	ح	ا
ء	ه	و	م	ل	ك	ع

আরবি বর্ণের বিভিন্ন রূপ

আরবি বর্ণগুলো শব্দের প্রথমে, মাঝে এবং শেষে বসলে যে পরিবর্তন হয় তার নমুনা নিচে দেয়া হলো।

একত্রে	শেষে	মাঝে	প্রথমে	বর্ণ
ا = ا ا	ـا = بابا	ـا = باب	ا = اب	ا
ببب	ـب = حب	ـبـ = جبل	بـ = باب	ب
تتت	ـت = بيت	ـتـ = فتح	تـ = تمر	ت
ثثث	ـث = بحث	ـثـ = مثل	ثـ = ثمر	ث
ججج	ـج = حج	ـجـ = فجر	جـ = جبل	ج
ححح	ـح = صلح	ـحـ = بحث	حـ = حبل	ح
خخخ	ـخ = شيخ	ـخـ = بخت	خـ = خبر	خ
ددد	ـد = بعد	ـد = مدد	د = دار	د
ذذذ	ـذ = لذين	ـذ = هذا	ذ = ذيل	ذ
ررر	ـر = قبر	ـر = فرق	ر = ريب	ر

একত্রে	শেষে	মাঝে	প্রথমে	বর্ণ
ززز	ـز = هز	ـزـ = هزق	ز = زهق	ز
سسس	ـس = ليس	ـسـ = مسح	سـ = سيل	س
ششش	ـش = عطش	ـشـ = مشط	شـ = شمس	ش
صصص	ـص = نص	ـصـ = بصر	صـ = صل	ص
ضضض	ـض = بيض	ـضـ = فضل	ضـ = ضل	ض
ططط	ـط = بط	ـطـ = مطر	طـ = طب	ط
ظظظ	ـظ = حظ	ـظـ = مظل	ظـ = ظل	ظ
ععع	ـع = سمع	ـعـ = نعم	عـ = عين	ع
غغغ	ـغ = رسغ	ـغـ = بغير	غـ = غير	غ
ففف	ـف = صف	ـفـ = سفر	فـ = فن	ف

একত্রে	শেষে	মাঝে	প্রথমে	বর্ণ
ققق	ـق = حق	ـقـ = لقب	قـ = قمر	ق
ككك	ـك = شك	ـكـ = بكر	كـ = كف	ك
للل	ـل = خيل	ـلـ = ملل	لـ = ليل	ل
ممم	ـم = كم	ـمـ = قمر	مـ = من	م
ننن	ـن = من	ـنـ = سند	نـ = نور	ن
ووو	ـو = دلو	ـو = نور	و = ويل	و
ههه	ـه = طه	ـهـ = شهر	هـ = هم	ه
ء ئ ء	ء = شاء	ـئـ = سئل	أ = أمر	ء
ييي	ـى = نبي	ـيـ = خير	يـ = يد	ي

হরকত

আমরা বাংলা লিখতে বর্ণের সাথে া, ি, ু, ে ইত্যাদি চিহ্ন ব্যবহার করি। যেমন–

ব + া = বা

ব + ি = বি

ব + ু = বু

এসব চিহ্নকে বলা হয় স্বরচিহ্ন।

আরবি ভাষায়ও এরূপ স্বরচিহ্ন আছে। যেমন,

যবর َ = بَ = বা যবর বা

যের ِ = بِ = বা যের বি

পেশ ُ = بُ = বা পেশ বু

এসব স্বরচিহ্নকে আরবি ভাষায় হরকত বলে। হরকত তিনটি। যথা :

যবর َ , যের ِ , পেশ ُ ,

(১) হরফের ওপর যবর দিলে আ–কার হবে। بَ = বা যবর বা।

نَ	مَ	هَ	لَ	قَ	فَ	عَ	صَ	سَ	رَ	دَ	جَ	تَ	اَ
না	মা	হা	লা	ক্বা	ফা	আ	সা	ছা	রা	দা	জা	তা	আ

পরিকল্পিত কাজ : শিক্ষার্থীরা হরকতগুলোর চিহ্ন ও নাম খাতায় লিখবে।

ـَ যবরযুক্ত হরফের এই চার্ট পড় ও লেখ

ذَ	دَ	خَ	حَ	جَ	ثَ	تَ	بَ	اَ
عَ	ظَ	طَ	ضَ	صَ	شَ	سَ	زَ	رَ
هَ	وَ	نَ	مَ	لَ	كَ	قَ	فَ	غَ
			يَ	ءَ				

(২) হরফের নিচে যের দিলে ই-কার হবে। بِ = বা যের বি।

نِ	مِ	هِ	لِ	قِ	فِ	عِ	صِ	سِ	رِ	دِ	جِ	تِ	اِ
নি	মি	হি	লি	ক্বি	ফি	ই	সি	ছি	রি	দি	জি	তি	ই

ـِ যেরযুক্ত হরফের এই চার্ট পড় ও লেখ

ذِ	دِ	خِ	حِ	جِ	ثِ	تِ	بِ	اِ
عِ	ظِ	طِ	ضِ	صِ	شِ	سِ	زِ	رِ
هِ	وِ	نِ	مِ	لِ	كِ	قِ	فِ	غِ
			يِ	ءِ				

(৩) হরফের ওপর পেশ দিলে উ-কার হবে। بُ = বা পেশ বু

نُ	مُ	هُ	لُ	قُ	فُ	عُ	صُ	سُ	رُ	دُ	جُ	تُ	أُ
নু	মু	হু	লু	ক্বু	ফু	উ	সু	ছু	রু	দু	জু	তু	উ

ـُ পেশযুক্ত হরফের এই চার্ট পড় ও লেখ

ذُ	دُ	خُ	حُ	جُ	ثُ	تُ	بُ	أُ
عُ	ظُ	طُ	ضُ	صُ	شُ	سُ	زُ	رُ
هُ	وُ	نُ	مُ	لُ	كُ	قُ	فُ	غُ
			يُ	ءُ				

তানবীন

দুই যবর, দুই যের ও দুই পেশকে তানবীন বলে। যেমন -

মিম দুই যবর مً = মান

মিম দুই যের مٍ = মিন

মিম দুই পেশ مٌ = মুন

দুই যবর ً যুক্ত তানবীনের এই চার্ট পড় ও লেখ

ذً	دً	خً	حً	جً	ثً	تً	بً	أً
عً	ظً	طً	ضً	صً	شً	سً	زً	رً
هً	وً	نً	مً	لً	كً	قً	فً	غً
			ءً	يً				

দুই যের ٍ যুক্ত তানবীনের এই চার্ট পড় ও লেখ

ذٍ	دٍ	خٍ	حٍ	جٍ	ثٍ	تٍ	بٍ	إٍ
عٍ	ظٍ	طٍ	ضٍ	صٍ	شٍ	سٍ	زٍ	رٍ
هٍ	وٍ	نٍ	مٍ	لٍ	كٍ	قٍ	فٍ	غٍ
			ءٍ	يٍ				

পরিকল্পিত কাজ : শিক্ষার্থীরা তানবীন যুক্ত ৫টি বর্ণ চকবোর্ডে সুন্দর করে লিখবে ও পড়বে।

দুই পেশ ٌ যুক্ত তানবীনের এই চার্ট পড় ও লেখ

ذٌ	دٌ	خٌ	حٌ	جٌ	ثٌ	تٌ	بٌ	أٌ
عٌ	ظٌ	طٌ	ضٌ	صٌ	شٌ	سٌ	زٌ	رٌ
هٌ	وٌ	نٌ	مٌ	لٌ	كٌ	قٌ	فٌ	غٌ
			ءٌ	يٌ				

জযম

আরবিতে এমন অনেক হরফ আছে যাতে যবর, যের, পেশ নেই। কিন্তু আগের হরফে যবর, যের, পেশ আছে। এই যবর, যের, পেশবিহীন হরফটি উচ্চারণের জন্য একটি চিহ্ন ব্যবহার করা হয়।

এই চিহ্নটিকে ^ জযম বলা হয়। জযমের আরেকটি চিহ্ন হলো ْ। জযমের অপর নাম সাকিন। যেমন,

مَنْ মীম নুন যবর = মান

مِنْ মীম নুন যের = মিন

مُنْ মীম নুন পেশ = মুন

জযমযুক্ত হরফের চার্টটি পড়

ثَ وْ مٌ	صَ وْ مٌ	قُ لْ	كُ نْ
ثَوْمٌ	صَوْمٌ	قُلْ	كُنْ
اَكْ بَ رْ	كُ رْ سِ ىْ	مَ سْ جِ دٌ	كُ نْ تُ مْ
اَكْبَرْ	كُرْسِىْ	مَسْجِدٌ	كُنْتُمْ

পরিকল্পিত কাজ : শিক্ষার্থীরা জযমযুক্ত ৫টি শব্দ সুন্দর করে খাতায় লিখবে।

তাশদীদ

বাংলা ভাষায় কোনো অক্ষর পাশাপাশি এক সাথে দুইবার উচ্চারণ করতে চাইলে সাধারণত সে অক্ষর যুক্ত করে লেখা হয়। যেমন, আল্লাহ শব্দ। এখানে দুটি ল এক সাথে যুক্ত হয়ে ল্ল হয়েছে। এই শব্দগুলো লক্ষ কর :

আম্মা – দুটি ম এক সাথে।
মক্কা – দুটি ক এক সাথে।
মুন্নী – দুটি ন এক সাথে।

আরবি ভাষায় কোনো হরফকে পাশাপাশি এক সাথে দুইবার উচ্চারণ করতে হলে ঐ হরফের ওপর হরকতসহ বসে এক বিশেষ চিহ্ন।

চিহ্নটি হল এরূপ (ّ)। এই চিহ্নের নাম তাশদীদ। তাশদীদ দেখতে শিন হরফের মাথার মতো। তাশদীদযুক্ত হরফ দুইবার উচ্চারিত হয়। যেমন–

আলিফ মিম যবর আম, মিম যবর মা = আম্মা = اَمَّ = مَ + اَمْ

এখানে আরবি আম্মা শব্দের মিম এর উপর তাশদীদ।

আলিফ বা যবর আব, বা যবর বা = আব্বা = اَبَّ = بَ + اَبْ

এখানে আরবি আব্বা শব্দের বা এর ওপর তাশদীদ।

তাশদীদযুক্ত এই চার্টটি পড় ও লেখ

ظِلّ	ظَنٌّ	مَنَّ	اِنَّ
عَلَّمَ	سَبَّحَ	كَذَّبَ	صَدَّقَ
تَفَكُّرُ	تَعَلُّمْ	مَزِّقْ	بَلِّغْ

পরিকল্পিত কাজ : শিক্ষার্থীরা তাশদীদযুক্ত পাঁচটি শব্দ সুন্দর করে খাতায় লিখবে।

শব্দ গঠন

বই একটি শব্দ। এতে ব + ই, দুইটি অক্ষর আছে। কলম একটি শব্দ। এতে ক + ল + ম, তিনটি অক্ষর আছে। মক্কা একটি শব্দ। এখানে ম + ক + ক, তিনটি অক্ষর আছে। এমনিভাবে কয়েকটি অক্ষর মিলে একটি শব্দ হয়।

আরবিতে এরূপভাবে কয়েকটি হরফ মিলে একটি শব্দ হয়। যেমন,

قَلَمٌ এখানে ق + ل + م তিনটি হরফ আছে।

مَكَّةُ এখানে م + ك + ك + ة চারটি হরফ আছে।

নিচের চার্টটি পড় ও লিখ

تَابَ	طَابَ	كَادَ	قَادَ	كَالَ	قَالَ
كَرُمَ	بَعْدَ	حَسِبَ	سَمِعَ	جَلَسَ	اَكَلَ
بَثَّ	غَشَّ	ظَلَّ	مَدَّ	اَنَّ	اِنَّ
زَقُّوْمُ	فَرِّجْ	بَلِّغْ	نَظَّمَ	قَدَّمَ	سَبَّحَ
مَنَاظِرٌ	مَكَاتِبٌ	مَسَاجِدٌ	مَنْظَرٌ	مَكْتَبٌ	مَسْجِدٌ

ـَـ যবরযুক্ত শব্দের চার্ট পড় ও লিখ

جَلَسَ	هَجَرَ	دَرَسَ	قَتَلَ	ذَهَبَ
فَتَحَ	ضَرَبَ	نَصَرَ	خَلَقَ	طَلَبَ

ـِـ যেরযুক্ত শব্দের চার্ট পড় ও লিখ

جِبَالٌ	خِصَالٌ	نِظَامٌ	حِسَابٌ	كِتَابٌ
نِثَارٌ	نِصَابٌ	خِيَالٌ	نِضَالٌ	صِيَامٌ

ـُـ পেশযুক্ত শব্দের চার্ট পড় ও লিখ

خُلُقٌ	رُسُلٌ	سُرُرٌ	جُدُدٌ	كُتُبٌ
ثُمُنٌ	ثُلُثٌ	سُبُلٌ	عُنُقٌ	صُحُفٌ

২০১৯

মাদ্দের হরফ

আরবি শব্দের কোনো হরফ টেনে পড়তে হয়। কোনো হরফ দীর্ঘ করে টেনে পড়তে হয়। দীর্ঘ করে টেনে পড়াকে মাদ্দ বলে।

মাদ্দের হরফ তিনটি। যথা– ا , و , ي

এই তিনটি হরফের সাথে মাদ্দের চিহ্ন ব্যবহৃত হয়। ا (আলিফ খালি) এর ডান পাশের অক্ষরে যবর, و (ওয়াও সাকিন) এর ডান পাশের অক্ষরে পেশ এবং ى (ইয়া সাকিন) এর ডান পাশের অক্ষরে যের হলে মাদ্দ করে পড়তে হয়।

بَا - بُوْ - بِيْ

মাদ্দের চিহ্ন যেমন– شَآءَ - سُوْٓءَ - جِيْٓءَ

কোনো আরবি হরফের ওপর এরূপ ~ চিহ্ন থাকলে দীর্ঘ করে টেনে অর্থাৎ লম্বা করে উচ্চারণ করতে হবে। قٓ - نٓ - صٓ - الٓمٓ - الٓرٰ - يٰسٓ -

পরিকল্পিত কাজ : শিক্ষার্থীরা মাদ্দযুক্ত ৫টি শব্দ সুন্দর করে খাতায় লিখবে।

সূরা আল ফাতিহা (سُوْرَةُ الْفَاتِحَةِ)

আয়াত – ৭, রুকু – ১, মক্কায় অবতীর্ণ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ○ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ○ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ اِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ○

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ○ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ

غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ ○

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

বাংলা উচ্চারণ: আলহামদু লিল্লাহি রাব্বিল আ'লামিন। আর রাহমানির রাহীম। মালিকি ইয়াওমিদ্দীন। ইয়্যাকা না'বুদু ওয়া ইয়্যাকা নাসতাঈন। ইহদিনাস সিরাতাল মুসতাক্বীম। সিরাতাল লাযীনা আন্‌আম্‌তা আলাইহিম। গাইরিল মাগদূবি আলাইহিম ওয়ালাদ্‌দললীন।

অর্থ : দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে।

১. সকল প্রশংসা সমগ্র বিশ্বের প্রতিপালক আল্লাহরই।
২. যিনি দয়াময়, পরম দয়ালু।
৩. বিচার দিনের মালিক।
৪. আমরা তোমারই ইবাদত করি এবং তোমারই সাহায্য চাই।
৫. আমাদেরকে সরল পথ প্রদর্শন করো।
৬. তাঁদেরই পথে যাঁদের তুমি অনুগ্রহ করেছ।
৭. তাদের পথে না, যারা অভিশপ্ত ও পথভ্রষ্ট।

সূরা আল ফালাক্ব (سُوْرَةُ الْفَلَقِ)

আয়াত– ৫, রুকু– ১, মদিনায় অবতীর্ণ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ۙ○ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ۙ○

وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ ۙ○ وَمِنْ شَرِّ النَّفّٰثٰتِ فِى الْعُقَدِ ۙ○

وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ ○

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

বাংলা উচ্চারণ: কুল আউযু বিরাব্বিল্ ফালাক্ব। মিন্ শার্‌রি মা খালাক্ব। ওয়া মিন্ শার্‌রি গাসিক্বিন ইযা ওয়াক্বাব। ওয়া মিন শার্‌রিন নাফ্‌ফাসাতি ফিল্ উক্বাদ। ওয়া মিন শার্‌রি হাসিদিন ইযা হাসাদ্।

অর্থ : দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে।

১. (হে মুহাম্মদ!) আপনি বলুন, আমি উষার প্রভুর আশ্রয় চাচ্ছি।

২. তিনি যা সৃষ্টি করেছেন তার অনিষ্ট হতে।

৩. এবং আঁধার রাতের অনিষ্ট হতে যখন তা গভীর হয়।

৪. এবং অনিষ্ট হতে ঐ সকল নারীদের, যারা গ্রন্থিতে ফুৎকার দেয়।

৫. এবং অনিষ্ট হতে হিংসুকের, যখন সে হিংসা করে।

২০১৪

সূরা আন্ নাস (سُوْرَةُ النَّاسِ)

আয়াত– ৬, রুকু– ১, মদিনায় অবতীর্ণ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ ○ مَلِكِ النَّاسِ ○ اِلٰهِ النَّاسِ ○

مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ ○ الَّذِىْ يُوَسْوِسُ فِىْ صُدُوْرِ النَّاسِ ○

مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ ○

বিস্‌মিলাহির রাহমানির রাহিম

বাংলা উচ্চারণ: কুল আউযু বিরাব্বিন্ নাস। মালিকিন্ নাস। ইলাহিন্ নাস। মিন্ শার্‌রিল্ ওয়াস্‌ওয়াসিল্ খান্নাস। আল্লাযী ইউওয়াসয়িসু ফী সুদূরিন নাস্। মিনাল জিন্নাতি ওয়ান্ নাস।

অর্থ : দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে।

১. (হে মুহাম্মদ!) আপনি বলুন, আমি আশ্রয় চাচ্ছি মানুষের প্রতিপালকের কাছে।
২. মানুষের অধিপতির কাছে।
৩. মানুষের ইলাহের কাছে।
৪. সদা পলায়মান শয়তানের কুমন্ত্রণার অনিষ্ট হতে ।
৫. যে (শয়তান) মানুষের অন্তরে কুমন্ত্রণা দেয়।
৬. জিনের মধ্য হতে এবং মানুষের মধ্য হতে।

পরিকল্পিত কাজ : শিক্ষার্থীরা সূরা ফাতিহা, সূরা আল ফালাক, সূরা আন নাস মুখস্থ করবে ও বাংলায় লিখবে।

অনুশীলনী

১। সঠিক উত্তরে টিক (√) চিহ্ন দাও :

ক) কুরআন মজিদের ভাষা কী?

১. বাংলা ২. হিব্রু

৩. ইংরেজি ৪. আরবি

খ) আরবি হরফ কয়টি?

১. ২৫টি ২. ২৯টি

৩. ৩০টি ৪. ৫০টি

গ) আরবিতে নুকতা ছাড়া হরফ কয়টি?

১. ১২টি ২. ১৪টি

৩. ১৭টি ৪. ১৮টি

ঘ) 'যের' চিহ্ন কোন্টি?

১. ـُ ২. ـٗ

৩. ـِ ৪. ـَ

ঙ) হরকত কয়টি?

১. ৪টি ২. ৬টি

৩. ৫টি ৪. ৩টি

চ) মাদ্দের হরফ কয়টি?

১. ৪টি ২. ৬টি

৩. ৫টি ৪. ৩টি

২. শূন্যস্থান পূরণ কর:

ক. আরবি ভাষায় ----- টি অক্ষর আছে।

খ. আরবি পড়তে হয় ------ দিক থেকে।

গ. আরবি ---- টি হরফে কোনো নুকতা নেই।

ঘ. স্বরচিহ্নকে আরবি ভাষায় ---- বলে।

ঙ. আরবি শব্দের কোন হরফ দীর্ঘ করে টেনে পড়াকে ------ বলে।

চ. তোমাদের মধ্যে সে সবচেয়ে ---, যে কুরআন মজিদ --- এবং অন্যকে তা --।

৩. সংক্ষেপে উত্তর দাও :

ক. আরবি বর্ণমালা কয়টি?

খ. হরকত কাকে বলে?

গ. নুকতা কাকে বলে?

ঘ. তানবীন কাকে বলে?

ঙ. কুরআন মজিদের ভাষা কী?

৪. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

ক. আরবি হরফ কয়টি ও কী কী? লিখ।

খ. নুকতা কাকে বলে? নুকতাযুক্ত ৫টি হরফ লিখ।

গ. হরকত কাকে বলে? হরকত কয়টি? উদাহরণ দাও।

ঘ. কুরআন মজিদ পড়া সম্পর্কে মহানবি (স) কী বলেছেন?

ঙ. জযম কাকে বলে ? উদাহরণ দাও।

চ. তানবীন কাকে বলে ? উদাহরণ দাও।

ছ. তাশদীদ কাকে বলে ? উদাহরণ দাও।

জ. শব্দ কাকে বলে ? কীভাবে শব্দ গঠন করা হয়? উদাহরণ দাও।

ঝ. সূরা আল ফাতিহা মুখস্থ বল।

ঞ. সূরা আন নাস মুখস্থ বল।

ট. মাদ্দ কাকে বলে? মাদ্দের অক্ষর কয়টি লিখ।

ঠ. সূরা আল ফালাক মুখস্থ বল।

পঞ্চম অধ্যায়

নবি–রাসুল

আল্লাহ তায়ালা এ পৃথিবীতে অনেক নবি–রাসুল পাঠিয়েছেন। তাঁরা মানুষকে ভালো কাজের আদেশ করতেন। মন্দ কাজ করতে নিষেধ করতেন। যাঁদের নিকট আসমানি কিতাব এসেছে, তাঁরা হলেন রাসুল। যাঁদের নিকট আসমানি কিতাব আসেনি তাঁরা হলেন নবি। এ পৃথিবীর প্রথম মানুষ হযরত আদম (আলাইহিস সালাম)। তিনিই প্রথম নবি। সর্বশেষ নবি ও রাসুল হলেন আমাদের প্রিয় মহানবি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।)

মহানবি (স)

মহানবি (স) আল্লাহ তায়ালার সবচেয়ে প্রিয় মানুষ। তিনি ছিলেন পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি ভালো মানুষ। তোমরা কি জান তাঁর নাম কী?

তাঁর নাম হযরত মুহাম্মদ (স)। তিনি কুরাইশ বংশে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর আব্বার নাম আবদুল্লাহ। আম্মার নাম আমিনা। দাদার নাম আব্দুল মুত্তালিব। তোমরা আরব দেশের নাম শুনেছ? আমাদের দেশ থেকে বহু পশ্চিমে আরব দেশ। মরুভূমির দেশ। চারদিকে কেবল বালু আর বালু। সেই দেশের একটি প্রসিদ্ধ শহর মক্কা মুয়াজ্জমা। এখানেই অবস্থিত পবিত্র কাবাঘর। সেখানে হাজিগণ হজ করতে যান।

পবিত্র কাবাঘর

এ শহরেই ৫৭০ খ্রিস্টাব্দে আরবি রবিউল আওয়াল মাসের ১২ তারিখ সোমবার আমাদের প্রিয় মহানবি মুহাম্মদ (স) এর জন্ম হয়। জন্মের আগেই তাঁর আব্বা ইন্তিকাল করেন। জন্মের পর আম্মা ছাড়াও একজন ধাত্রীমাতা তাঁকে দুধ পান করান। তিনি তাঁকে লালনপালন করেন।

তোমরা কি জান এই দুধমার নাম কি? তিনি হলেন বনু সাআদ গোত্রের হালিমা (রা)। তিনি অত্যন্ত আদরযত্নের সাথে তাঁকে নিজের বুকের দুধ পান করান। তাই হালিমা (রা) হলেন আমাদের মহানবি (স) এর দুধমা।

মহানবি (স) এর বয়স যখন ছয় বছর তখন তাঁর মা ইন্তিকাল করেন। তখন দাদা আব্দুল মুত্তালিব তাঁর লালনপালনের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। আট বছর বয়সে দাদার ইন্তিকাল হয়ে গেলে চাচা আবু তালিব অতি যত্নের সাথে তাঁকে লালনপালন করেন।

মহানবি (স) ছোটবেলা থেকেই খুব শান্ত শিষ্ট ছিলেন। কোনোদিন কারও সাথে মারামারি করতেন না। কাউকেও গালি দিতেন না। সবাই তাঁকে ভালোবাসত। তিনিও সবাইকে ভালোবাসতেন। দুঃখী মানুষের কষ্ট দূর করতেন। সত্য ছাড়া কখনো মিথ্যা বলতেন না। কথা দিয়ে কথা রাখতেন। সবাই তাঁকে বিশ্বাস করত। তাই সবাই তাঁকে 'আল আমীন' বলে ডাকত। আল আমীন মানে পরম বিশ্বস্ত । তিনি সবার নিকট খুবই বিশ্বস্ত ছিলেন। আরব দেশে সে যুগের লোকেরা খুবই খারাপ ছিল। তারা নিজেরা মারামারি করত। চুরি–ডাকাতি করত। রাস্তায় চলাচলকারী লোকদের টাকাপয়সা কেড়ে নিত। গরিব–দুঃখী, ইয়াতীম ও দুর্বল মানুষকে কষ্ট দিত। এক আল্লাহকে মানত না। আল্লাহর সাথে শরিক করত। বহু দেব–দেবীর পূজা করত।

মহানবি (স) মানুষের এমন খারাপ চরিত্র দেখে খুবই কষ্ট পেতেন। তিনি তাদের ভালো হতে বললেন। এক আল্লাহকে মানতে বললেন। তাঁর সাথে কাউকে শরিক করতে নিষেধ করলেন। দেব–দেবীর পূজা করতে বারণ করলেন। কিছু লোক তাঁর কথা মানল। তাঁরা হলেন ভালো লোক। কিন্তু দুষ্টলোকেরা তাঁর ওপর ক্ষেপে গেল। তারা তাঁর কথা মানল না। তাঁকে খুব কষ্ট দিল। কারো ওপর তিনি কোনোদিন প্রতিশোধ নেননি।

দুষ্টলোকদের নেতা ছিল আবু জাহেল। তারা আমাদের নবিজি (স)–কে মেরে ফেলার ষড়যন্ত্র করল। নবিজি (স) তখন আল্লাহ তায়ালার নির্দেশে মদিনায় চলে গেলেন। নবিজির এই মক্কা ছেড়ে মদিনায় চলে যাওয়াকে বলে হিজরত। হিজরত অর্থ আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য দেশ ত্যাগ করা।

মদিনার বেশিরভাগ মানুষ ছিলেন খুবই ভালো। তাঁরা মহানবির কথা মানলেন। তাঁকে সাহায্য করলেন। মক্কার যাঁরা নবিজি (স) এর কথা মানতেন তাঁরাও মদিনায় চলে গেলেন। মদিনার লোকেরা তাঁদের সাহায্য করলেন। তাই তাঁদের বলা হয় আনসার। আনসার অর্থ সাহায্যকারী।

মক্কা থেকে যাঁরা মদিনায় চলে যান তাঁদের বলা হয় মুহাজির। মুহাজির অর্থ আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টির জন্য দেশ ত্যাগকারী।

মসজিদে নববী

মহানবি (স) আনসার ও মুহাজিরদের নিয়ে মদিনায় একটি ইসলামি সমাজ কায়েম করেন। সেখানে আর চুরি, ডাকাতি ও মারামারি থাকল না। অনেকে ইসলাম গ্রহণ করলেন। দুষ্টলোকগুলো পরাজিত হলো। দুর্বল ও অসহায় মানুষের ওপর অত্যাচার বন্ধ হয়ে গেল। আল্লাহ তায়ালা সকল মুমিনের ওপর খুশি হলেন।

মহানবি (স) ৬৩২ খ্রিষ্টাব্দে মদিনায় ইন্তিকাল করেন। সেদিনও ছিল রবিউল আওয়াল মাসের ১২ তারিখ, সোমবার।

মহানবি (স) এর তিন ছেলে ও চার মেয়ে ছিল। ছেলেরা সবাই শৈশবকালে ইন্তিকাল করেন।

ছেলেদের নাম	মেয়েদের নাম
কাসিম (রা)	যয়নব (রা)
আবদুল্লাহ (রা)	রুকাইয়া (রা)
ইবরাহীম (রা)	উম্মে কুলসুম (রা)
	ফাতিমা (রা)

আমরা মহানবি (স) এর উম্মত। উম্মত অর্থ অনুসারী। আমরা তাঁকেই অনুসরণ করব।

পরিকল্পিত কাজ: শিক্ষার্থীরা মুহাম্মদ (স) ও তাঁর আব্বা–আম্মার নাম সুন্দর করে খাতায় লিখবে। মহানবি (স) এর নাম পড়লে ও শুনলে যে দোয়াটি পড়তে হয় তা সুন্দর করে লিখবে।

মহানবি (স) এর নবুয়ত লাভ ও ইসলাম প্রচার

আল্লাহ তায়ালা কোনো উদ্দেশ্য ছাড়া আমাদের সৃষ্টি করেন নি। তিনি আমাদের সৃষ্টি করেছেন তাঁর ইবাদতের জন্য। আমরা কেবল আল্লাহর আদেশ ও নিষেধ মেনে চলব। তিনি যেভাবে বলেছেন সেভাবে জীবনযাপন করব। কিন্তু অনেক মানুষ আল্লাহ তায়ালাকে ভুলে বিপথে চলে যায়। তিনি তাদেরকে হিদায়াত করার জন্য নবি–রাসুল পাঠান।

এক সময় আরব দেশের মানুষও এক আল্লাহকে ভুলে গেল। তারা বিভিন্ন দেব–দেবীর পূজা করতে লাগল। তারা মারামারি, কাটাকাটি করত। সামান্য কারণে যুদ্ধ করত। খুন–খারাবি করত। চুরি, ডাকাতি করত। লুটতরাজ করত। সমাজে মোটেও শান্তি ছিল না। তাদের মধ্যে লেখাপড়ার প্রচলন ছিল না।

আরব সমাজের এমনই এক খারাপ সময়ে মহানবি (স) জন্মগ্রহণ করেন। পারিবারিক পরিবেশে বেড়ে ওঠেন। একটু বয়স ও বুদ্ধি হলে সমাজের খারাপ অবস্থা দেখে অন্তরে খুবই ব্যথা অনুভব করতেন। তিনি সবসময় চিন্তা করতেন, কীভাবে এ অবস্থা দূর করা যায়।

তিনি শুধু চিন্তাই করতেন না। শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য কাজও করতেন। তিনি যখন একজন অল্প বয়সী তরুণ তখন কুরাইশরা পবিত্র কাবাঘর ভেঙে নতুন করে তৈরি করে। কিন্তু তারা সমস্যায় পড়ে কাবার দেয়ালে পবিত্র হাজরে আসওয়াদ বসানোর সময়। হাজরে আসওয়াদ মানে কালোপাথর। কুরাইশ গোত্র বিভিন্ন শাখায় বিভক্ত ছিল। প্রত্যেকটি

শাখা গোত্রের দাবি ছিল তারাই হাজরে আসওয়াদটি দেয়ালে বসাবে। সবাই নিজেদের দাবিতে অটল থাকে। বিষয়টি মারামারি ও খুন খারাবিতে রূপ নেওয়ার আশঙ্কা দেখা দেয়। অবশেষে সকলে আল–আমীন মুহাম্মদ (স) এর ওপর এই বিরোধ মীমাংসার ভার দেয়। মুহাম্মদ (স) একটি চাদর বিছান। নিজ হাতে হাজরে আসওয়াদটি তার ওপর তোলেন। তারপর মুহাম্মদ (স) এর নির্দেশে প্রত্যেক গোত্রের প্রতিনিধি চাদরটির চারদিক ধরে উঁচু করে কাবার দেয়ালের কাছে নিয়ে যায়। মহানবি (স) সেখান থেকে সেটি উঠিয়ে দেয়ালে রেখে দেন। এভাবে বিরোধের সুন্দর মীমাংসা করেন।

মহানবি (স) সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য কাজ করেছেন। অসহায় মানুষের সেবা করেছেন। একাজ অন্যদের সাথে মিলেমিশে করতেন। এ জন্য তাঁর সমবয়সী অন্যদের নিয়ে হিলফুল ফুযূল নামে একটি শান্তি ও সেবাসংঘ গঠন করেন।

তাঁর বয়স যখন চল্লিশ বছরের কাছাকাছি তখন তিনি ব্যাকুল হয়ে ওঠেন। এ সময় তিনি জাবালে নূরের হেরাগুহায় আল্লাহ তায়ালার ধ্যানে মগ্ন থাকতেন। কোনো প্রয়োজনে বাইরে বের হলে লোকালয় ছেড়ে অনেক দূরে চলে যেতেন। তখন তিনি যে পাথর বা গাছের পাশ দিয়েই যেতেন ঐ পাথর বা গাছ তাঁকে সালাম করত। তিনি এদিক ওদিক তাকিয়ে কাউকে দেখতে পেতেন না।

২০১৬

হেরাগুহা : যেখানে মুহাম্মদ (স) ধ্যানমগ্ন থাকতেন

অবশেষে রমজান মাসে একদিন তিনি হেরাগুহায় ধ্যানমগ্ন ছিলেন। তখন আল্লাহ তায়ালা ফেরেশতা জিবরাইল (আ) এর মাধ্যমে তাঁর নিকট কুরআন মজিদের সূরা আলাকের প্রথম পাঁচটি আয়াত নাজিল করেন।

اِقْرَاْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِىْ خَلَقَ ۚ خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ۚ اِقْرَاْ وَرَبُّكَ الْاَكْرَمُ ۙ
الَّذِىْ عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ۙ عَلَّمَ الْاِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ۗ

উচ্চারণ : ১) ইক্বরা বিসমি রাব্বিকাল্লাযী খালাক্ব। ২) খালাক্বাল ইনসানা মিন আলাক্ব। ৩) ইক্বরা ওয়া রাব্বুকাল আকরাম। ৪) আল্লাযী আল্লামা বিল ক্বালাম। ৫) আল্লামাল ইনসানা মা লাম ইয়ালাম।

এটাই হলো মহানবি (স) এর নবুয়ত লাভ। তখন তাঁর বয়স ৪০ বছর।

তিনি মানুষকে বলেন, তোমরা ইসলাম গ্রহণ কর। এক আল্লাহর প্রতি ইমান আন। তাঁর সাথে আর কাউকে শরিক করো না। দেব-দেবীর পূজা করো না। আমাকে নবি ও রাসুল হিসেবে মান। পরকালে বিশ্বাস কর। তোমাদের সকল কাজের হিসাব পরকালে দিতে হবে।

যারা রাসুলের কথামতো চলবে,পরকালে তারা জান্নাত পাবে। আর যারা রাসুলের কথামতো চলবে না, পরকালে তারা জাহান্নামে যাবে।

অনেক মানুষ তাঁর এই ডাকে সাড়া দেন। ইসলাম গ্রহণ করেন। দেব-দেবীর পূজা ছেড়ে দেন। তাঁরা হলেন মুমিন, মুসলিম।

আবার অনেক দুষ্টলোক তাঁর কথা মানল না। তারা তাঁকে মেরে ফেলতে চাইল। তবুও তিনি মানুষকে ইসলামের দিকে আহ্বান জানানোর কাজ বন্ধ করেন নি।

আমরা মহানবি (স) এর সকল কথা মেনে চলব।

পরিকল্পিত কাজ : শিক্ষার্থীরা কুরআন মজিদের সূরা আলাকের পাঁচটি আয়াত বাংলায় সুন্দর করে লিখবে।

মহানবি (স) ছিলেন মানবদরদী

আমাদের মহানবি (স) ছিলেন রহমাতুললিল আলামীন। রহমাতুললিল আলামীন এর অর্থ সারা জগতের জন্য রহমত বা দয়া।

আল্লাহ তায়ালা বলেছেন “(হে নবি) আমি আপনাকে সারা জগতের জন্য রহমতরূপে পাঠিয়েছি।”

মহানবি (স) ছিলেন পরম দয়ালু। গরিব-দুঃখী, অনাথ ও ইয়াতীমের প্রতি ছিল তাঁর খুব দরদ।

মহানবি (স) একদিন কোথাও যাচ্ছিলেন। পথে দেখতে পেলেন একজন বৃদ্ধ মানুষ একটি বাগানে পানি দিচ্ছেন। পানি ছিল বাগান থেকে অনেক দূরে। বৃদ্ধ লোকটির কাঁধে করে পানি আনতে খুব কষ্ট হচ্ছিল। তিনি পানির ভারে নুইয়ে পড়ছিলেন। বসে একটু বিশ্রাম করারও তাঁর উপায় ছিল না। কেননা, তিনি ছিলেন একজন কাজের লোক মাত্র। কাজ একটু কম করলে মালিক তাঁকে কঠিন শাস্তি দেবে।

মহানবী (স) বৃদ্ধ লোকটির কষ্ট দেখে এগিয়ে গেলেন। বৃদ্ধের হাত থেকে পাত্রটি নিজের হাতে নিলেন। তাঁর বাকি কাজটুকু নিজে করে দিলেন। তিনি বৃদ্ধকে বললেন, আপনি একটু বসে বিশ্রাম করুন। এরপরও যদি কোনো সময় প্রয়োজন মনে করেন তাহলে আমাকে ডাকবেন। আপনার কাজ করে দেব।

তিনি অপরের দুঃখে খুবই কাতর হয়ে পড়তেন। একদিন একজন প্রতিবেশীর বাড়িতে বিয়ের অনুষ্ঠান ছিল। কিন্তু তার ঘরে খাবার কিছুই ছিল না। নবিজি (স) এর ঘরেও রাতের খাবারের জন্য সামান্য আটা ছাড়া আর কিছু ছিল না। তিনি সেই আটাটুকু প্রতিবেশীর বাড়িতে পাঠিয়ে দেন। নবিজি (স) এর বাড়ির সকলে না খেয়ে সে রাত কাটান।

মহানবি (স) এর হাতে টাকা, পয়সা কিংবা খাদ্যখাবার আসার সাথে সাথে গরিব-দুঃখী মানুষের মধ্যে বিলিয়ে দিতেন। ইন্তিকালের সময় ঘরে টাকা, পয়সা এবং খাদ্যখাবার কিছুই জমা রেখে যাননি।

মহানবি (স) বলেছেন- “কাজের লোকেরা তোমাদের ভাইবোন। কখনো তাদের কষ্ট দেবে না। কাজের লোকদের অসম্মান করবে না। তোমরা যা খাবে, তা তাদেরও খাওয়াবে। নিজেরা যা পরবে তাদেরও তা পরাবে। কাজকর্মে তাদের সাহায্য করবে।”

মহানবি (স) এর একজন বিখ্যাত সাহাবি ও খাদিম আনাস (রা)। তিনি বলেন, আমি ১০ বছর যাবত মহানবি (স) এর খিদমত করেছি। তিনি কোনো দিন আমার কোনো কাজের জন্য আমাকে ধমক দেননি। বিরক্তিও প্রকাশ করেননি। মহানবি (স) কাজের লোকের অনেক কাজ নিজে করে দিতেন। আমরাও আমাদের কাজের লোকের অনেক কাজ নিজেরা করে দেব।

অত্যাচারের প্রতিবাদে মহানবি (স)

আমাদের মহানবি (স) সবসময় মানুষকে সৎকাজ করতে আদেশ দিতেন। অসৎ কাজ করতে নিষেধ করতেন। যত বড় নেতা বা সরদারই হোক না কেন, খারাপ কাজ করতে তিনি বারণ করতেন। তিনি বাধা দিতেন। সবসময়, সব ধরনের জুলুম অত্যাচারের প্রতিবাদ করতেন। কুরআন মজিদে আছে, "নিশ্চয়ই আল্লাহ অত্যাচারীদের পছন্দ করেন না"।

একটি মজার ঘটনা শোন। ইরাশ গোত্রের এক ব্যক্তি একটা উট নিয়ে মক্কায় আসে। আবু জাহেল তার কাছ থেকে উটটা কিনে নেয়। কিন্তু তার দাম নিয়ে টালবাহানা করতে থাকে। লোকটি উপায় না দেখে কুরাইশদের একটি সভায় গিয়ে হাজির হয়। সেখানে উপস্থিত সবাইকে সে বলে, "আপনারা কেউ কি আবু জাহেলের নিকট থেকে আমার পাওনা টাকা আদায় করে দিতে পারেন? আমাকে দুর্বল পেয়ে সে আমার পাওনা দিতে গড়িমসি করছে।"

তখন মসজিদের এক পাশে মহানবি (স) বসে ছিলেন। সভায় উপস্থিত কুরাইশগণ মহানবি (স) কে দেখিয়ে বলল, ঐ যে লোকটা বসে আছে তার কাছে গিয়ে বল। আসলে তারা কথাটি বলেছিল তামাশা করার জন্য। আবু জাহেল ও মহানবি (স) এর মধ্যকার শত্রুতার কথা তাদের জানা ছিল। কারণ, সে ছিল একজন খুব খারাপ মানুষ।

উট বিক্রেতা মহানবি (স) এর কাছে গিয়ে হাজির হলো। তাঁকে বললেন, আবু জাহেল আমার পাওনা টাকা দিতে টালবাহানা করছে। আমি মক্কার বাইরে থেকে আসা একজন মানুষ। আপনি তার কাছ থেকে আমার পাওনা আদায় করে দিন।

মহানবি (স) বললেন, আমার সঙ্গে এসো। এই বলে তিনি তাকে সাথে নিয়ে চললেন। আবু জাহেলের বাড়ির দরজায় গিয়ে ঠকঠক করে আওয়াজ করলেন।

আবু জাহেল ভেতর থেকে বলল, কে? তিনি বললেন, আমি মুহাম্মদ। একটু বেরিয়ে এসো। সে তখনই বেরিয়ে এলো। ভয়ে যেন তার প্রাণ বেরিয়ে যাবার উপক্রম। মহানবি (স) তাকে বললেন, এই ব্যক্তিকে তার পাওনা দিয়ে দাও। সে বলল, আচ্ছা, একটু অপেক্ষা কর। তার পাওনা দিয়ে দিচ্ছি। এই বলে সে বাড়ির ভেতরে গেল। কিছুক্ষণ পর বেরিয়ে এসে উট বিক্রেতাকে তার পাওনা দিয়ে দিল।

মহানবি (স) ফিরে এলেন। উট বিক্রেতা কুরাইশদের সেই সভায় গিয়ে বলল, আল্লাহ মুহাম্মদকে উত্তম পুরস্কার দিন। তিনি আমার পাওনা আদায় করে দিয়েছেন।

কিছুক্ষণের মধ্যে আবুজাহেল সেখানে উপস্থিত হলে সবাই তাঁকে বলল, কি ব্যাপার, তোমার কী হয়েছে? আজ তুমি যে কাণ্ড করেছ, এমন তো আর কখনো করতে দেখি নি?

আবুজাহেল বলল, এটা সত্য যে, মুহাম্মদ আমার দরজার কড়া নাড়া ছাড়া আর কিছু করে নি। আমি শুধু তার শব্দটা শুনেই ভয় পেয়ে যাই। বেরিয়ে এসে তার দিকে তাকিয়ে দেখি তার মাথার ওপর ভয়ংকর আকারের একটি উট। তার মতো চুট, ঘাড় ও দাঁত বিশিষ্ট কোনো উট আমি আর কখনো দেখি নি। আল্লাহর কসম! পাওনা দিতে অস্বীকার করলে সেটি নিশ্চিত আমাকে মেরে ফেলত।

আবুজাহেল ছিল খুব বদমেজাজি। ভীষণ অত্যাচারী, তার সামনে হক কথা বলার মতো কারো সাহস ছিল না। তবে আমাদের মহানবি ছিলেন মজলুমের পরম বন্ধু। জালিমের জন্য ছিলেন ভীষণ কঠোর। তাই আবুজাহেলকে মোটেই পরোয়া করেন নি। সত্য পথের পথিক যারা,তারা এমনই হন।

মহানবি (স) বলেছেন, "সবচেয়ে বড় জিহাদ হলো জালিমের সামনে সত্য কথা বলা।"

কয়েকজন নবির নাম

হযরত আদম (আলাইহিস সালাম) ছিলেন এ পৃথিবীর সর্বপ্রথম মানুষ ও সর্বপ্রথম নবি। তিনি সব মানুষের আদি পিতা। সকল মানুষ তাঁর সন্তান। আরও অনেক নবি ও রাসুল এ পৃথিবীতে এসেছেন।

হযরত মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সর্বশেষ নবি ও রাসুল। তিনি নবি রাসুলগণের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। তাঁর পরে এ পৃথিবীতে আর কোনো নবি–রাসুল আসবেন না। তাঁর পূর্বে অনেক নবি–রাসুল এসেছিলেন। তাঁদের অনেকের কাছে আসমানি কিতাব এসেছিল। সেই সকল নবি–রাসুলগণের মধ্যে প্রসিদ্ধ হলেন –

হযরত নূহ (আলাইহিস সালাম), হযরত ইবরাহীম (আ), হযরত ইসমাঈল (আ), হযরত সুলায়মান (আ), হযরত ইয়াহইয়া (আ), হযরত ইউসুফ (আ)।

তাঁরা সকলে যে নবি ছিলেন, তা বিশ্বাস করতে হবে। তাঁরা ছিলেন আল্লাহ তায়ালার প্রিয় বান্দা। তাঁরা সকলেই ইসলামের দাওয়াত দিয়েছেন।

তাঁরা বলেছেন, আল্লাহ তায়ালা এক। তাঁর কোনো শরিক নেই। আল্লাহর কথামতো চললে দুনিয়াতে শান্তি পাবে। আখিরাতেও শান্তি পাবে। জান্নাতে যাবে। জান্নাতে কেবল সুখ আর সুখ।

আল্লাহর কথামতো না চললে দুনিয়াতে কষ্ট পাবে। আখিরাতেও কষ্ট পাবে। জাহান্নামে যাবে। জাহান্নামে শুধু কষ্ট আর কষ্ট।

আমরা সবাই জান্নাতে যেতে চাই।

অনুশীলনী

১। সঠিক উত্তরে টিক (√) চিহ্ন দাও :

ক) পৃথিবীর প্রথম নবি কে ছিলেন?

১. ঈসা (আ) ২. মূসা (আ)

৩. নূহ (আ) ৪. আদম (আ)

খ) মহানবি (স) এর দাদার নাম কী?

১. আবু তালিব ২. হাশিম

৩. আব্দুল মুত্তালিব ৪. হামজা

গ) মহানবি (স) কোন বংশে জন্মগ্রহণ করেন?

১. তামীম ২. কিলাব

৩. কুরাইশ ৪. আওস

ঘ) আনসার অর্থ কী?

১. দেশ ত্যাগকারী ২. ভীতি প্রদর্শনকারী

৩. সাহায্যকারী ৪. অত্যাচারী

ঙ) হাজরে আসওয়াদ মানে কী?

১. সাদা পাথর ২. লাল ইট

৩. সবুজ পাথর ৪. কালো পাথর

চ) হেরাগুহায় ধ্যানমগ্ন অবস্থায় মহানবি (স) এর নিকট কুরআন মজিদের কয়টি আয়াত নাজিল হয়?

১. ৪টি ২. ৬টি

৩. ৫টি ৪. ১০টি।

ছ) 'রহমাতুললিল আলামীন' অর্থ কী?

১. সারা জগতের জন্য রহমত বা দয়া ২. সারা জগতের জন্য উপকার

৩. সারা জগতের জন্য আনন্দ ৪. সারা জগতের জন্য উৎসব

জ) মহানবি (স) একজন বৃদ্ধ লোকের কাজ করে দেন সেই লোকটি কী কাজ করছিলেন?

১. উট চরাচ্ছিলেন ২. গরুকে খাবার খাওয়াচ্ছিলেন

৩. বাগানে পানি দিচ্ছিলেন ৪. বোঝা মাথায় করে নিচ্ছিলেন।

ঝ) মহানবি (স) কোনদিন আমার কোন কাজের জন্য আমাকে ধমক দেননি–এ কথাটি কে বলেছেন?

১. আনাস (রা) ২. আবু বকর (রা)

৩. আলী (রা) ৪. তালহা (রা)

ঞ) উটের দাম দিতে কে টালবাহানা করছিল?

১. আবু লাহাব ২. আবু সুফিয়ান

৩. আবু জাহেল ৪. হারিছ

ট) কার সামনে সত্য কথা বলা সবচেয়ে বড় জিহাদ?

১. মিথ্যাবাদীর সামনে ২. চোর–ডাকাতের সামনে

৩. নিন্দুকের সামনে ৪. জালিমের সামনে

ঠ) কোথায় কেবল সুখ আর সুখ ?

১. জান্নাতে ২. জাহান্নামে

৩. বারজাখে ৪. হাশরে

২. শূন্যস্থান পূরণ কর :

তোমরা ------- দেশের নাম শুনেছ? আমাদের দেশ থেকে বহু --------- আরব দেশ। মরুভূমির দেশ। চারদিকে কেবল ---------। সেই দেশের একটি প্রসিদ্ধ শহর ------। এখানে অবস্থিত পবিত্র -----------। যেখানে হাজিগণ --------- করতে যান।

৩. সংক্ষেপে উত্তর দাও :

ক. নবি-রাসুলগণকে কে পাঠিয়েছেন?

খ. এ পৃথিবীর প্রথম মানুষ কে?

গ. সর্বশেষ নবি ও রাসুল কে?

ঘ. আল্লাহ তায়ালার সবচেয়ে বেশি প্রিয় মানুষ কে?

ঙ. আমাদের মহানবি (স) এর নাম কী?

চ. আমাদের মহানবি (স) কত সনে, কোন মাসের কত তারিখ জন্মগ্রহণ করেন?

ছ. আমাদের মহানবি (স) এর আব্বা ও আম্মার নাম কী?

জ. আমাদের মহানবি (স) এর দুধমার নাম কী?

ঝ. আল-আমীন মানে কী?

ঞ. নবিজি (স) এর মক্কা ছেড়ে মদিনায় চলে যাওয়াকে কী বলে?

ট. হিজরত অর্থ কী?

ঠ. আনসার অর্থ কী?

ড. মহানবি (স) কত সনে এবং কোন মাসের কত তারিখ ইন্তিকাল করেন?

ঢ. মহানবি (স) এর কতজন ছেলে ও কতজন মেয়ে ছিল?

ণ. মহানবি (স) একটি শান্তি ও সেবাসংঘ গঠন করেন, সেটির নাম কী?

ত. মহানবি (স) যে গুহায় নবুয়ত লাভ করেন, সেই গুহাটির নাম কী?

থ. মহানবি (স) কত বছর বয়সে নবুয়ত লাভ করেন?

দ. মহানবি (স) এর একজন বিখ্যাত সাহাবি ও খাদিমের নাম কী?

ধ. নবি–রাসুলগণের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ কে?

ন. এক ব্যক্তি একটা উট নিয়ে মক্কায় আসে, সে কোন গোত্রের?

৪. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

ক. ছোটবেলায় মহানবি (স) এর স্বভাব–চরিত্র কেমন ছিল?

খ. মহানবি (স) এর জন্মের সময় আরব দেশের লোকেরা কেমন ছিল?

গ. মহানবি (স) হাজরে আসওয়াদ কাবার দেয়ালে কীভাবে স্থাপন করেন?

ঘ. আবু জাহেলের নিকট থেকে উটের দাম আদায়ের কাহিনীটি লিখ।

ঙ. পাঁচজন নবি–রাসুলের নাম লিখ।

নাতে রাসুল

গোলাম মোস্তফা

ইয়া নবী সালামু আলাইকা
ইয়া রাসুল সালামু আলাইকা
ইয়া হাবিব সালামু আলাইকা
সালাওয়া তুল্লাহে আলাইকা ॥

তুমি যে নূরের রবি
নিখিলের ধ্যানের ছবি
তুমি না এলে দুনিয়ায়
আঁধারে ডুবিত সবই ॥

চাঁদ সুরুজ আকাশে আসে
সে আলোয় হৃদয় না হাসে
এলে তাই হে নব রবি
মানবের মনের আকাশে ॥

তোমারই নূরের আলোকে
জাগরণ এলো ভূলোকে
গাহিয়া উঠিল বুলবুল
হাসিল কুসুম পুলকে ॥

সমাপ্ত

২০১৯ শিক্ষাবর্ষের জন্য, ৩য়-ইসলাম

শিক্ষা নিয়ে গড়ব দেশ
শেখ হাসিনার বাংলাদেশ

তোমরা সৎকর্মে প্রতিযোগিতা কর

–আল কুরআন

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড
বাংলাদেশ

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য